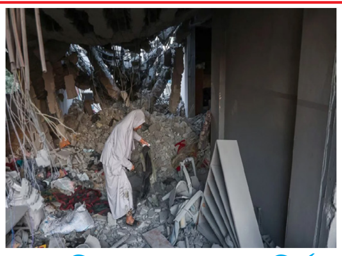

সেহরির সময় অতর্কিত হামলা ইসরায়েলের, নিহত বেড়ে ৩৪২

সারে-জমিন

বিধানসভায় নওশাদ ও হুমায়ুন কবিরের বৈঠক ঘিরে জল্পনা

রূপসী বাংলা

গোধরা ও গুজরাট দাঙ্গাকে আবার ফিরে দেখা

সম্পাদকীয়

চরম পানীয় জল কষ্টে লেবুখালির বাসিন্দারা

সাধারণ

আইপিএলের প্রথম আদিবাসী ক্রিকেটার ‘ঝাড়খন্ডের গেইল’

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৯ মার্চ, ২০২৫
৪ চৈত্র ১৪৩১
১৮ রমজান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 76 ■ Daily APONZONE ■ 19 March 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

রাজ্য সরকারি কর্মীদের অ্যাড হক বোনাস ও উৎসব অগ্রিম ভাতা বৃদ্ধি

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য সরকারি কর্মীদের অ্যাড হক বোনাস এবং উৎসব অগ্রিম ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা দিল। মঙ্গলবার রাজ্য অর্থ দফতর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ভাতা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে।

এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শারদোৎসব ও ঈদের আগে সরকারী কর্মীরা এই বোনাস ও অগ্রিম পাবেন।

রাজ্যে ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে যখন সরকারি কর্মচারীদের একাংশের আন্দোলন মুখর, সেই সময় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অ্যাড হক বোনাস এবং উৎসব অগ্রিম ভাতা বৃদ্ধির ঘটনা তাদেরকে খুশি করে তুলবে বলে মনে করছে ওয়াকিফহাল মহল।

এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যেসব রাজ্য সরকারি কর্মচারী কোনওরকম ‘প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্ক বোনাস’ (কাজের ভিত্তিতে প্রদান করা বোনাস) পান না এবং ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ যাঁদের মাসিক বেতন ৪৪,০০০ টাকার কম, তাঁদের মাথাপিছু সর্বোচ্চ ৬,৮০০ টাকা বোনাস পাবেন। যদিও ২০২৪-এ এদের অ্যাড হক বোনাস ছিল ৬ হাজার। বেতনের উর্ধ্বসীমা ছিল মাসিক বেতন ৪২ হাজার।

আরও জানানো হয়েছে, কর্মচারীরা পুরনো বেতন কাঠামো বা নতুন কাঠামোয় থাকুক না কেন, যাদের মাসিক বেতন ৪৪,০০০ টাকার বেশি, তারা সেই অ্যাড-হক বোনাস পাবেন না।

মাসিক ৪৪ হাজার টাকা থেকে ৫২ হাজার টাকা পর্যন্ত যাদের বেতন তারা উৎসব অগ্রিম হিসেবে এবছর পাবেন ২০ হাজার টাকা।

গত বছর বেতনের উর্দ্ধসীমা ছিল মাসিক ৪২ হাজার থেকে ৫০ হাজার। উৎসব অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল ১৮ হাজার টাকা। ২ হাজার টাকা বাড়িয়ে এবছর করা হল ২০ হাজার টাকা।

৩১ মার্চ ২০২৫ –এর মধ্যে যাঁরা অবসর নিয়েছেন ও নিতে চলেছেন, তারাও এই উৎসব ভাতা পাবেন।

যাদের পেনশন মাসে ৩৮ হাজার টাকার কম তারা এই ভাতা পাবেন ৩ হাজার ৫০০ টাকা। এবার ৩০০ টাকা বাড়ল। গত বছর উৎসব ভাতার প্রাপকদের পেনশনের উর্দ্ধসীমা ছিল মাসে ৩৫ হাজার টাকা। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৩৮ হাজার টাকা।

একই সুবিধা পাবেন রাজ্য সরকারি অধীনস্থ সব সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও। ফলে, ঈদের আগে রাজ্য সরকারি কর্মীরা এখন তাই আনন্দ মুখর।

সুপ্রিম কোর্টকে জানালেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বাল

ওবিসি নিয়ে তিনমাসের মধ্যে নতুন করে সমীক্ষা করবে রাজ্য

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ সরকার মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে রাজ্যে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) চিহ্নিতকরণের জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে এবং এটি তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহর বেঞ্চ ৭৭টি সম্প্রদায়ের (বেশিরভাগই মুসলিম) ওবিসি শ্রেণিবিন্যাস বাতিল করার কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়ের করা আবেদনের শুনানি হয় এদিন।

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে হাজির হয়ে সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বাল বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন দুই বিচারপতির বেঞ্চের সামনে এটি জমা দিয়েছেন, যা কলকাতা হাইকোর্টের ২০২৪ সালের মে মাসের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকারের আবেদনের শুনানি করছে, যাতে ৭৭ টি সম্প্রদায়, বেশিরভাগ মুসলিমকে ওবিসি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছিল, যা তাদের সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য করে তুলেছিল।

বিচারপতি এজি মাসিহকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চকে কপিল সিব্বল বলেন, পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছে যে রাজ্যের ওবিসি

তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কমিশনে আবেদন করা সম্প্রদায়ের বেঞ্চমার্ক সমীক্ষা করা হবে।

বেঞ্চ বিষয়টি তিন মাস পিছিয়ে দিয়ে জুলাইয়ে এটি গ্রহণের জন্য তার অনুরোধে সম্মত হয়েছে।

সেই আবেদন বিবেচনা করে বেঞ্চ জুলাই মাসে বিষয়টি তালিকাভুক্ত করে। বিচারপতি গাভাই বলেন, যদি পুরো প্রক্রিয়াটি পুনরায় করা হয় এবং তার পরে নতুন করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং কেউ ক্ষুব্ধ না হন, তবে এই প্রশ্নটি একাডেমিক হয়ে উঠবে”।

বেঞ্চ তার আদেশে বলেছে, মি. সিব্বাল জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন অনগ্রসর শ্রেণির বিষয়টি নতুন করে খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিচ্ছে। তিনি আরও জমা দিয়েছেন যে এটি সম্ভবত ৩ মাস সময় নেবে। জুলাই মাসে পোস্ট করুন। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত অনুশীলনটি কোনও পক্ষের অধিকারের প্রতি ক্ষুণ্ণ হবে না।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২২ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সাল থেকে রাজ্য কর্তৃক জারি করা ৭৭ শ্রেণির মুসলিমের ওবিসি শংসাপত্রগুলি বাতিল ঘোষণা করে। কলকাতা হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করে বলে, এই সব সম্প্রদায়গুলিকে ওবিসি মর্যাদা দেওয়ার জন্য “ধর্মই একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে হয়”। কারণ, যে ধরনের সমীক্ষা করে ওবিসি নির্ধারণ করা হয় তা মানা হয়নি বলে কলকাতা হাইকোর্ট মন্তব্য করে। আর তার জেরেই ৭৭টি ওবিসি বাতিল করা হয়। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানিতে বিলম্ব হওয়ায় দাবি ওঠে নতুন করে ওবিসি নিয়ে সমীক্ষা করার। এ ব্যাপারে ২০২৮ সালের ১৮ অক্টোবর নবান্নে রাজ্যের মুখ্য সচিবের দফতরে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। ওবিসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় রাজ্য সরকারের পক্ষে না এলেও কীভাবে ওবিসি সমস্যা সমাধান করা যায় তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়।

সেই বৈঠকে ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবির প্রস্তাবে বলেন,, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ১৮৮ পাতার ৩৬০ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন চাইলে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সার্ভে করে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নতুন লিস্ট তৈরি করতে পারে। এরপরই জল্পনা শুরু হয় নতুন করে ওবিসি সমীক্ষা নিয়ে। তার কিছুদিন পর এই নতুন করে সমীক্ষার ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিসেম্বরে বসিরহাটের সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক বৈঠকে ওবিসি প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ওবিসি ছেলেমেয়েদের একটু সমস্যা হচ্ছে, কারণ কোর্টে একটা কেস করে কেসটাকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে। কেসটা এখন সুপ্রিম কোর্টেও আছে। আমরা এটাও চেষ্টা করছি যদি কোন পদ্ধতি বের করে দেওয়া যায়। সুপ্রিম কোর্টে কপিল সিব্বালের আর্জি তারই ফলশ্রুতি বলে মনে করা হচ্ছে।

ভুয়ো ভোটার রুখতে আধার-এপিক কার্ড লিঙ্ক করবে কমিশন

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ প্রচলিত আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী করা হবে। সেজন্য ইউআইডিএআই ও এপিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রযুক্তিগত পরামর্শ শীঘ্রই শুরু হবে।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, আইন মন্ত্রকের সচিব, এমইআইটিওয়াই সচিব এবং ইউআইডিএআই-এর সিইও-র সঙ্গে ভোটার কার্ড-আধার সংযুক্তিকরণ নিয়ে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। ভোটাধিকার কেবলমাত্র ভারতের নাগরিককে দেওয়া যেতে পারে, তবে সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে, আধার কেবল একজন ব্যক্তির পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) আধারের সাথে সংযুক্তিকরণ কেবলমাত্র সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২৩(৪), ২৩(৫) এবং ২৩(৬) এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের (২০২৩) সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হবে। সেই অনুযায়ী ইউআইডিএআই এবং নির্বাচন কমিশনের টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রযুক্তিগত আলোচনার পর চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারিত হবে। আইনটি আধার ডাটাবেসের সাথে ভোটার তালিকার স্বেচ্ছায় সংযুক্তিকরণের অনুমতি দেয়। সরকার সংসদে জানিয়েছে, আধার-ভোটার কার্ড সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি চালু ছিল ছিল এবং প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের জন্য কোনও লক্ষ্য বা সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

যদি যারা ভোটার তালিকার সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করবেন না, তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে সরকার। নির্বাচনী আইন (সংশোধনী) আইন, ২০২১ দ্বারা সংশোধিত জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ২৩ নম্বর ধারা অনুসারে নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকদের স্বেচ্ছায় ভোটার পরিচয়পত্র নিবন্ধিকরণের জন্য আধার কার্ডের তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

প্রথম নজর

জিয়াগঞ্জে বাসস্ট্যান্ডে যুবককে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জিয়াগঞ্জের ফুলতলা বাসস্ট্যান্ডে এক যুবকের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। বছর তিরিশের সঞ্জিৎ মণ্ডলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপায় তারই আত্মীয় তাপস মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে খবর, সঞ্জিতের স্ত্রীর সঙ্গে অভিযুক্তের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল, যা থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত। পুরনো গণেশপুরের বাসিন্দা অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল মদ্যপান করানোর নাম করে সঞ্জিতকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় এবং পরিকল্পিতভাবে তার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। প্রাণে বাঁচতে সঞ্জিত সাইকেলে করে জিয়াগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে ছুটে আসে। রাস্তার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে জিয়াগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সঞ্জিত পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। তবে বাড়িতে থাকাকালীন তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বাগডহর মোড়ে সবজি বিক্রি করতেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত।

ওবিসি নিয়ে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বাতিল করা ওবিসি জনগোষ্ঠীগুলোর নতুন করে সমীক্ষা করাচ্ছে রাজ্যসরকার। এই কাজে কোন ধরনের ফাঁক না থাকে তার দাবি জানিয়ে মুর্শিদাবাদের রাণীতলা ১ এবং ২ বিডিওর ভগবানগোলা -রাণীতলা নাগরিক মঞ্চ ডেপুটেশন দিল। বিডিওরা জানান, দাবি অনুযায়ী সমীক্ষা করার কাজ করার চেষ্টা করা হবে। নাগরিক মঞ্চ এর সম্পাদক এবং ডেপুটেশন দলের নেতা আজমল হক জানিয়েছেন তারা বিডিওদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট।

‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, আধার লিঙ্কে ফাইন খাই’ পোস্টারে চাঞ্চল্য

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হঠাৎ পড়ল মালদায় পোস্টার। হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই আধার লিঙ্কে ফাইন খাই এমন পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চঞ্চল্য ছড়ালো মালদা জেলা শহরে। কলকাতার পর এবার মালদহ।
মালদহের শহরজুড়ে পড়ল বিতর্কিত পোস্টার। কোথাও লেখা হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই আধার লিঙ্কে ফাইন খাই, আবার কোথাও লেখা রয়েছে হিন্দি- হিন্দু ভাই ভাই গ্যাসে কেন ছাড় নেই। আর সকাল থেকেই মালদা শহরের ব্যস্ততম এলআইসি মোড় সহ একাধিক এলাকায় এই বিতর্কিত পোস্টার নজরে পড়েছে। পোস্টারের নিচে লেখা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া শাখা। তবে কে বা কারা এই পোস্টটা লাগিয়েছে তা এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। পাশাপাশি তৃণমূলের আইটি সেল এর পক্ষ থেকেও তাই স্পষ্ট করা হয়নি। এদিকে বিতর্কিত পোস্টার ঘিরে উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার জেরেই কি তাহলে এই পোস্টার উঠছে প্রশ্ন। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতি। বিজেপিকে দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় নকল করছে তৃণমূল। এক একটা লোকসভায় চল্লিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ ভূয়ো ভোটার আছে, ২০২৬ সালে নির্বাচন কমিশন আধার লিঙ্ক করবে তার ফলে ভূয়ো ভোটার ধরা পড়বে এই জন্য হয়তো তৃণমূল তা করছে অভিযোগ বিজেপির। পাল্টা এই বিষয়ে তৃণমূলের বক্তব্য কে বা কারা পোস্টার লাগিয়েছে জানা নেই। এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের না। আমাদের কাজ হচ্ছে যেটা স্বচ্ছ সেটা তুলে ধরা। এই নিয়ে বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে বলে জানা গিয়েছে।

যত্রতত্র অটো স্ট্যান্ড গজিয়ে ওঠায় সমস্যার মুখে সাধারণ মানুষ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: স্টেশন মোড়ের গলি রাস্তা জুড়ে যত্রতত্র অটো স্ট্যান্ড গজিয়ে ওঠায় বাড়ছে যানজট।আর এসব দেখেও নীরব পুলিস প্রশাসন। এমনই চলছে জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকায়। অভিযোগ, বারংবার পুলিসকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। যদিও বারুইপুর পুলিস জেলার এক আধিকারিক বলেন, বিষয়টি দেখা হচ্ছে।অন্য দিকে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন,পুলিসকে বলছি বিষয়টি ভালো করে দেখার জন্য।জয়নগর মজিলপুর স্টেশন থেকে বেরিয়ে ৮ নং ওয়ার্ডের কাঁসারি পাড়া ঢোকার মুখে গলির মধ্যে রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে একাধিক অটো। আবার এই রাস্তা ধরে কিছুটা এগলেই রক্তাখাঁ পাড়ার মুখে শ্রী কৃষ্ণ প্রাথমিক স্কুলের আগেও একের পর এক অটো দাঁড়িয়ে থাকে।এতে যেমন পথচারীদের সমস্যায় পড়তে হয়, তেমনই স্কুল পড়ুয়াদেরওভোগান্তি হয়। গলি রাস্তা ধরে অ্যাম্বুলেন্স করে রোগী নিয়ে হাসপাতালে যেতে হিমশিম খেতে হয়। ভুক্ত ভোগী বাসিন্দারা বলেন, এটা প্রতিদিনের সমস্যা।অটো চালক দের গাড়ি সরিয়ে নিতে বললে তাঁরা হুমকি দেন। মূল রাস্তাতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে দাঁড়িয়ে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ারদের বলা হলেও তাঁরাও গুরুত্ব দেয়না। কবে এই সমস্যা মিটবে, কেউ বলতে পারে না।স্থানীয় অভিভাবকরাও বলেন, অটোচালকদের আগে একবার রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আবার তাঁরা স্ট্যান্ড করে নিয়েছে। পুলিসের সঙ্গে যোগসাজসের জন্যই এই অবস্থা। অবিলম্বে অটো স্ট্যান্ড রাস্তা থেকে সরানোর দাবি করা হয়েছে প্রশাসনের কাছে। তবে অটো ইউনিয়ন থেকে শীঘ্রই অটোগুলো সরিয়ে নেবে বলে জানানো হয়।

বিধানসভার অভ্যন্তরে নওশাদ ও হুমায়ুন কবিরের একান্ত বৈঠক ঘিরে জল্পনা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: কথায় প্রচলিত আছে ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’। মঙ্গলবার বিধানসভার অলিন্দে সেই প্রমাণ দিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তার বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি চেয়ারম্যান শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় ডেকে, ১৫ মিনিট ধরে দলীয় শৃঙ্খলার পাঠ দেন হুমায়ুন কবিরকে । সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, দলের শৃঙ্খলা দলে সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। সকল তৃণমূল বিধায়করা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন গত কয়েকদিন ধরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তার বুঝি এবার ইতি ঘটল। কিন্তু না বিধানসভার অলিন্দে হুমায়ুনের সঙ্গে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর মুখোমুখি দেখা হতেই দুজনে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে বৈঠক করে নিলেন।রাজনৈতিক মহল জানে বরাবরই আইএসএফ নেতা ও বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী। সোমবার ফুরফুরা শরীফে তাকে ইফতারে নিমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি সেখানে উপস্থিত হননি। মঙ্গলবার বিধানসভায় একান্তে নওশাদ সিদ্দিকী ও হুমায়ুন কবিরের এই বৈঠক ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়কের দল ছাড়ার জল্পনাকে আরো উস্কে দিল। গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে নাজেহাল করে তুলেছিল ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর রাজ্যের শাসক দলকে। সে যে লিখিত শো - কজের এর জবাব দিয়েছিল সোমবার তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তাকে স্বশরীরে মঙ্গলবার বিধানসভায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। কারণ তার লিখিত জবাব পেয়ে সন্তুষ্ট ছিল না শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। গত সপ্তাহে ক্যাবিনেট বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরতপুরের বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে রীতিমত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
এর আগেও একাধিক বার ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ককে দল শোকজ করেছিল। কিন্তু কিছুতেই তিনি মুখে লাগাম দিচ্ছেন না। এক পাতা আর শোকজ লেটারের জবাব দু পাতায় দিলেও দল তার লিখিত জবাবে খুশি না হয়ে মঙ্গলবার তাকে ডেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে শৃঙ্খলা বিষয়টি বোঝান দলের বর্ষীয়ান বিধায়ক এবং শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশ্যে ভরতপুরের বিধায়ক বলেছিলেন তার কাছে দল বড় নয় জাত বড়। হুমায়ুন স্পষ্ট হুমকি দিয়েছিলেন শুভেন্দুকে মুর্শিদাবাদে ঢুকতে দেবো না। জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার চেষ্টা করে ভরপুর থেকে তাকে রানাঘাটের দিকে দড়ি বেঁধে পাঠিয়ে দেবেন। পাল্টা বিজেপি চ্যালেঞ্জ নেয় নিয়ে বলে আগামী ১৩ এপ্রিল শুভেন্দু অধিকারী মুর্শিদাবাদ জেলায় তার কর্মসূচি করবে। সেই প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন এখন কিছু বলবো না ১৩ তারিখ আসুক তারপর দেখা যাবে। এদিকে বিধানসভা ভবনের অভ্যন্তরে হুমায়ুন এবং নওসাদের হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় ও একান্তে বৈঠক ফের উসকে দিল রাজনীতির জল্পনা।যদিও নওশাদ সিদ্দিকী দাবী করেছেন, বিধানসভা ভবনের অভ্যন্তরে আমরা সবাই এক এটাই সৌজন্য আমরা বিধায়ক এটাই বড় পরিচয়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম তৈরি করা হোক। তাতে বিরোধীদলের বিধায়কদের রাখা হোক। দুধকে দুধ এবং পানিতে পানি পরিষ্কার হয়ে যাক। কারা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করছে তা মানুষকে জানাতে হবে। আমাদের বিধায়কদের এই ধরনের ঘটনা রোধে এগিয়ে আসতে হবে। পেছন থেকে এই ধরনের উস্কানি মূলক ঘটনায় ফু দিলে চলবে না দাবি নওশাদ সিদ্দিকীর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডিজিটাল পেমেন্ট নিয়ে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক মুর্শিদাবাদ মন্ডল কার্যালয়ের উদ্যোগে ১০ই মার্চ থেকে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত ‘ডিজিটাল পেমেন্ট অ্যাওয়ারনেস উইক-২০২৫’ পালন করা হল। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের সঙ্গে ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা ও নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করেন তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সিনিয়র ম্যানেজার সাঈদ আলম ও মার্কেটিং সিনিয়র ম্যানেজার মোঃ শাহীদ মেহেবুব। অনুষ্ঠানের আলোচনায় উঠে আসে ওটিপি কারও সঙ্গে শেয়ার না করা, অচেনা লিংকে ক্লিক না করা, ভুয়ো লটারির ফাঁদে না পড়া। পাশাপাশি কেওয়াইসি আপডেটের নামে প্রতারণা থেকেও সতর্ক থাকতে বার্তা দেন তারা। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতন বার্তা দেওয়া হয়।

হুগলিতে বাড়ছে বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা নিখোঁজের সংখ্যা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হুগলি জেলায় গত কয়েক মাসে শতাধিক নাবালিকার নিখোঁজ হওয়ার পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোরীদের বাল্যবিবাহের ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে এদিন চুঁচুড়ায় সার্কিট হাউজে হুগলি জেলা পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন।
আঠারোর বছরের কম বয়সে বিয়ে। বাড়ছে নাবালিকা নিখোঁজের সংখ্যা। হুগলি জেলায় নাবালিকা নিখোঁজ ও বাল্যবিবাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন জাতীয় মহিলা কমিশন। বেশ কয়েকদিন আগেআমরাই খবর করেছিলাম, তারপরই পদক্ষেপ করে জাতীয় মহিলা কমিশন। পুলিশের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল তারা। এবার পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করলেন এনসিডব্লু-র সদস্য অর্চনা মজুমদার, হুগলি জেলায় গত কয়েক মাসে শতাধিক নাবালিকার নিখোঁজ হওয়ার পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোরীদের বাল্যবিবাহের ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে সোমবার চুঁচুড়ায় সার্কিট হাউজে হুগলি জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার, হুগলির অতিরিক্ত জেলাশাসক (ডেভেলপমেন্ট), হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার-সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।
বৈঠকে শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্চনা মজুমদার জানান, হুগলি জেলায় বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে নাবালিকাদের নিখোঁজ হওয়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মূলত দেখা যাচ্ছে, মোবাইল ব্যবহারের কারণে নাবালিকাদের নিখোঁজ হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এই অবস্থায় অভিভাবকদের আরও কঠোর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সন্তানরা ফোনে কী ব্যবহার করছে, সেই দিকে নজর রাখা দরকার। পাশাপাশি বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে।পুলিশকে কঠোর ভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। অভিভাবকদের জেল হতে পারে।
মূলত আরামবাগ মহকুমায় স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেড়েছে। এই সমস্যা রোধে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে সচেতনতা মূলক শিবির আয়োজন এবং স্কুলে বিশেষ পাঠ্যক্রম চালু করার বিষয়ে নজর দিতে হবে বলে অর্চনা মজুমদার মন্তব্য করেন।
জাতীয় মহিলা কমিশনের এই সদস্য বলেন, গত এক বছরে হুগলি জেলায় ৮০০-র বেশি নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে। যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। তবে তিনি আরও বলেন, পুলিশ অনেক নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। ২০ থেকে ২৫ শতাংশ উদ্ধার হয়নি। গত দু’বছরে নিখোঁজের সংখ্যা বেড়েছে। এই ঘটনা প্রতিরোধে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ করার আহ্বান জানান তিনি।

আসবাবপত্র সহ আগুনে পুড়ে ছাই চারটি বাড়ি

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার তরতিপুর মধ্যপাড়ায় ঘটে গেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ হঠাৎ করে আব্দুস সাদেকের বাড়িতে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বাড়িগুলিতেও।এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে চারটি বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা হলেন আব্দুস সাদেক, রবিউল মণ্ডল, রেন্টু আনসারী এবং মুক্তার মিঞা। আগুনের ভয়াবহতায় তাদের বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র, নথিপত্র ,এমনকি ঘরের ভিতরে রাখা টাকাও সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছ।এই আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। তারা আপাতত সুস্থ রয়েছে বলে জানা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো এখন সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। তবে এই দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা এখনও পরিষ্কার নয়।
ঘটনার খবর পেয়েই মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছান হরিহরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক নিয়ামত শেখ।

‘আইএনটিটিইউসি’ সরব নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: ‘শ্রমিকদেরকে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না, ন্যায্য বেতন দিতে হবে, ১২ ঘন্টা কাজ করালে অতিরিক্ত বেতন দিতে হবে’ শ্রমিকদের স্বার্থে এমনই একাধিক দাবিতে সরব হলো তৃণমূলের শ্রমিক নেতৃত্বরা।
সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কোম্পানি, নার্সিং হোম, সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রতি অবব্যবহারের অভিযোগ আসতেই তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বরা সরব হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি’র পরিচালনায় ‘অল-বেঙ্গল সিকিউরিটি গার্ড অ্যান্ড অ্যালাইড ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসি’র আওতায় থাকা বনগাঁ হাসপাতাল ইউনিট ও অ্যাম্বুলেন্স ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বার্ষিক সম্মেলন থেকেই তৃণমূল নেতৃত্বরা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে সুর চড়ান।
এদিন বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে হাসপাতালের রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে আসেন শ্রমিকরা। হাসপাতালে কর্মরত সিস্টার, অস্থায়ী কর্মী, সেবিকা (আয়া), অ্যাম্বুলেন্স ইউনিয়নের কর্মীরা এবং বনগাঁ হাসপাতালের সকল স্তরের প্রায় ১৩০ জন কর্মী রক্তদান করেন ।
বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠ, বনগাঁ হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণ চন্দ্র বাড়ুই, রাজ্য আইএনটিটিইউসি’র সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ মৈত্র, সম্পাদক প্রদীপ কুণ্ডু, লেবার কমিশনের আধিকারিক, ডা. কুন্তল পাল, ডা. মহিতোষ মন্ডল প্রমুখ। উপস্থিত শ্রমিকদের বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের আওতায় আনতে প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বোঝান লেবার কমিশনের আধিকারিক।

বিরল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট শিশুকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা কাজল সেখ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের নলহাটি ব্লকের জয়পুরের দুই বছর বয়সের ছোট্ট শিশু রাহাত শেখ আক্রান্ত স্পাইনাল মাসকিউলার এটট্রফি রোগে। পরিবার সূত্রে জানা যায় যে, শিশুটি জন্মের পর সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক থাকলেও ধীরে ধীরে তার শরীরের অঙ্গগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। এরূপ সমস্যা নিয়ে প্রথমে কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়।সেখানেই শিশুটির বিরল রোগের কথা ধরা। চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন প্রায় ১৬ কোটি টাকা দামের একটি ইনজেকশন লাগবে এই শিশুটিকে। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় তাদের কাছে এএক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে চিকিৎসকদের বক্তব্য যদি এই ইনজেকশন না দেওয়া হয় তাহলে তিন মাস পরপর একটি করে ওষুধ খাওয়াতে হবে যার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা সেটাও অসম্ভব ব্যাপার অভাবী পরিবারের কাছে। এরপর রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ডঃ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হন শিশুটির পরিবার পরিজন। বিধায়ক কালবিলম্ব না করে সরাসরি তাদেরকে পাঠিয়েদেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের কাছে। মঙ্গলবার জেলা সভাধিপতি তার অফিস কক্ষে বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুটির পরিবারের হাতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। যার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা জেলা পরিষদের ফান্ড, এবং ২ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা কাজল শেখের নিজস্ব সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান শহীদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। পাশাপাশি কাজল শেখ বীরভূম জেলার মানুষকে আবেদন করেন বাচ্চাটির মা-বাবার একাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য।
টাকা পেয়ে খুশি পরিবারের লোকজন, আপাতত কিছুটা হলেও সুস্থ হবে এই শিশুটি। সেই আশায় বুক বাঁধছেন বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুর মা বাবা সহ পরিবার পরিজন।

হিন্দুদের এককাট্টা হওয়ার ডাক নিয়ে বিজেপিকে বিঁধে তৃণমূলের পোস্টার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হিন্দু ইস্যুতে বিজেপির দেওয়াল লিখনের শ্লোগান কপি পেস্ট করে এবার পাল্টা খোঁচা দিয়ে পোস্টার তৃণমূলেরও, বিধানসভা নির্বাচনের বহু আগেই শুরু হয়ে গেল দুই দলের পোস্টার যুদ্ধ ।
হিন্দু ইস্যু তুলে ধরে দিন কয়েক আগেই দেওয়াল লিখন করেছিল বিজেপি। এবার বিজেপির সেই দেওয়াল লিখনের ভাষাতেই তৃণমূল পোস্টার দিয়ে বিদ্ধ করল বিজেপিকে। আজ বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা ও পুয়াবাগান এলাকায় তৃণমূলের দেওয়া পোস্টার চোখে পড়তেই দুদলের মধ্যে শুরু হয়েছে বাগযুদ্ধ। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু সেই নির্বাচনের আগে হিন্দু ভোট এককাট্টা করতে মরিয়া বিজেপি বাঁকুড়া জেলায় শুরু করে দিয়েছে প্রস্তুতি। সম্প্রতি বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের পুয়াবাগান মোড়ে দেওয়াল লিখন করে হিন্দুদের এককাট্টা হওয়ার ডাক দেয় বিজেপি। হিন্দুদের একত্রিত হয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার বদলের আবেদনও জানানো হয় বিজেপির ওই দেওয়াল লিখনে। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয় রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু সেই বিতর্কের মাঝেই এবার বিজেপির ভাষাতেই পোস্টার দিয়ে জবাব দিল তৃণমূল। আজ বাঁকুড়ার এক নম্বর ব্লকের পুয়াবাগান এলাকায় এবং বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা এলাকায় পোস্টার দেয় তৃণমূল। পোস্টারে সেই হিন্দু ইস্যুকেই হাতিয়ার করে বিজেপি কটাক্ষ করা হয়েছে। কোনো পোস্টারে এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় পূর্ণ মন্ত্রী না থাকার বিষয় তুলে ধরে আবার কোনো পোস্টারে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে বিজেপিকে। পোস্টারে আধার লিঙ্ক নিয়েও কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। বিজেপির দেওয়াল লিখনের পর তৃণমূলের এই পোস্টার নিয়েও বাগযুদ্ধ শুরু হয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। বিজেপির দাবী তাঁদের শ্লোগান চুরি করে পোস্টার দিয়েছে তৃণমূল। এই পোস্টারই প্রমাণ করছে তৃণমূলের হিন্দুরাও চাইছেন রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। তৃণমূলের পাল্টা দাবী বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে। সাধারণ মানুষের সমস্যার দিকে তাদের নজর নেই। সেই বিষয়কেই পোস্টারে তুলে ধরা হয়েছে।

ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

প্রথম নজর

প্রকাশ হচ্ছে কেনেডি হত্যাকাণ্ড নিয়ে ৮০ হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি

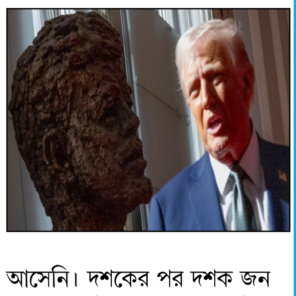

আপনজন ডেস্ক: ছয় দশকের বেশি সময় ধরে চলা অপেক্ষার অবসান। আজ মঙ্গলবারই (১৮ মার্চ) জনসমক্ষে আসছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির 'রহস্যময়' হত্যাকাণ্ড নিয়ে ৮০ হাজার পাতার গোপন নথি। ওই নথিতে কী-কী অজানা তথ্য প্রকাশ্যে আসবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে কৌতূহল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনই ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর টেক্সাসের ডালাসে আততায়ীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলেন জন এফ কেনেডি। তার মর্মান্তিক মৃত্যু গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। জন এফ কেনেডি মারা যাওয়ার ৫ বছর বাদে ১৯৬৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিলেন তাঁর ভাই তথা মার্কিন সেনেটর রবার্ট এফ কেনেডি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। ওই বছরই টেনেসি অঙ্গরাজ্যের মেমফিসে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান মার্কিন নাগরিক আন্দোলনের অন্যতম মুখ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র।
ওই তিন নেতার হত্যাকাণ্ড নিয়ে তদন্ত রিপোর্ট এতদিন জনসমক্ষে আসেনি। দশকের পর দশক জন এফ কেনেডির হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে অনেক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় ওই হত্যাকাণ্ডের ব্যাখ্যা সম্পর্কে নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে গ্যালাপের এক সমীক্ষায় ৬৫ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বলেছিলেন, লি হার্ভে অসওয়াল্ড একাই জন এফ কেনেডিকে হত্যা করেছিলেন বলে ওয়ারেন কমিশন যে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল, তা তারা বিশ্বাস করেন না।
কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টই দেশের তিন জনপ্রিয় নেতার গুপ্তহত্যার নথি প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে কোনও উৎসাহ দেখাননি। তবে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে বসেই কেনেডি ভ্রাতৃদ্বয় এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের হত্যাকাণ্ড নিয়ে গোপন রিপোর্ট প্রকাশ্যে নিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সেহরির সময় অতর্কিত হামলা শুরু করে ইসরায়েল, নিহত বেড়ে ৩৪২

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার পর মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় ব্যাপক হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৪২ জনে দাঁড়িয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) দাবি করেছে, তারা হামাস নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাচ্ছে। গাজার উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং হামাসের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা মাহমুদ আবু ওয়াফাহ হামলায় নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
গত ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর গাজায় এটিই সবচেয়ে বড় বিমান হামলা। যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর আলোচনা সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার পরেই গাজায় নতুন করে হামলা শুরু করলো ইসরায়েলি বাহিনী।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, পবিত্র রমজান মাস হওয়ায় অনেক লোক সেহরি খাচ্ছিলেন, তখনই গাজায় বিস্ফোরণ শুরু হয়। ২০টিরও বেশি ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান গাজা সিটি, রাফাহ ও খান ইউনিসের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যে, নিহতদের মধ্যে ৫০ জনেরও বেশি শিশু এবং ২৮ জন নারী রয়েছে বলে জানা গেছে। কর্মকর্তারা সব হাসপাতাল থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ মঙ্গলবার সকালে হামলার নির্দেশ দিয়েছেন বলে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমাদের জিম্মিদের মুক্তি দিতে হামাসের বারবার অস্বীকৃতি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের দূত স্টিভ উইটকফ ও মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে আসা সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জবাবে এই হামলা। এদিকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিলের জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ এনে হামাস ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা বলেছে, ইসরায়েল গাজায় বন্দি অবশিষ্ট ইসরায়েলি জিম্মিদের একটি অজানা ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিলো। তবে হামাস এখনও ঘোষণা করেনি যে তারা যুদ্ধ পুনরায় শুরু করছে- পরিবর্তে মধ্যস্থতাকারীদের এবং জাতিসংঘকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে তারা। হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজকে বলেছেন, হামলা চালানোর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে ইসরায়েল পরামর্শ করেছিল।

ট্রাম্পের সঙ্গে পরামর্শ করেই গাজায় ইসরাইলি হামলা: হোয়াইট হাউস

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পরামর্শ করে গাজায় হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট এ তথ্য জানিয়েছেন। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) এই তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।
গাজায় যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটিয়ে ফের ব্যাপক আকারে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। এতে নিহতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অনেকে।
তবে গাজায় এ হামলা চালানোর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইসরাইল পরামর্শ করেছিল বলে জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট। সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে তিনি বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেমনটা স্পষ্ট করে বলেছেন, হামাস, হুথি, ইরান – যারা কেবল ইসরাইলকে নয়, যুক্তরাষ্ট্রকেও আতঙ্কিত করতে চায় – তাদের মূল্য দিতে হবে এবং তাদের ওপর নরক ভেঙে পড়বে।' তিনি আরও বলেন, 'হুথি, হিজবুল্লাহ, হামাস, ইরান এবং ইরান-সমর্থিত সন্ত্রাসী প্রতিনিধিদের উচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া। কারণ তিনি (ট্রাম্প) বলেন যে– তিনি আইন মেনে চলা মানুষের পক্ষে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও আমাদের মিত্র ইসরাইলের পক্ষে দাঁড়াতে ভয় পান না।' এদিকে বিমান হামলায় হামাস কমান্ডার এবং রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরাইল।
ইসরাইলের সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের সিনিয়র ব্যক্তিত্বদের লক্ষ্য করে সর্বশেষ এই হামলা চালানো হয়েছে। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছে, আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর আবারও হামলা শুরু হয়েছে। এছাড়া ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা গাজায় ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। তারা বলেছে, 'রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশে এবং শিন বেইট গাজা উপত্যকা জুড়ে সন্ত্রাসী সংগঠন হামাসের সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করছে।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলি হামলায় ৪শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত, সৌদির বিবৃতি

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসে সেহরির আগে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় সোমবার (১৭ মার্চ) মধ্যরাতে নির্বিচার বোমা হামলা চালায় দখলদার ইসরায়েল। এতে ৪শ'রও বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। বর্বরোচিত এ হামলায় আহত হয়েছেন আরও ছয় শতাধিক মানুষ। ভয়াবহ এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাধর দেশ সৌদি আরব।
দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লিখেছে, 'ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর আগ্রাসন পুনরায় শুরু করার... এবং নিরস্ত্র বেসামরিক জনবসতিপূর্ণ এলাকায় তাদের সরাসরি বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে সৌদি আরব।'
মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) সর্বশেষ আপডেটে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ইসরায়েলের হামলায় ৪১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া হামলায় ধসে পড়া ভবনের নিচে আরও অনেক মানুষ আটকে আছেন। যাদের নাম আহত বা নিহতের তালিকায় যুক্ত করা হয়নি। সোমবার রাত ২টার দিকে আকস্মিকভাবে গাজায় বোমা হামলা চালানো শুরু করে দখলদাররা। কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এ হামলায় মুহূর্তের মধ্যে ঝরে যায় শত শত মানুষের প্রাণ।
আহতের সংখ্যা এতটাই বেশি যে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেখানকার সব হাসপাতালে সাধারণ মানুষকে রক্তদানের অনুরোধ জানিয়েছে। রক্তের স্বল্পতার পাশাপাশি পেইনকিলার ও ব্যান্ডেজের সংকটেও পড়েছেন চিকিৎসকরা। গত ১৭ দিন ধরে গাজায় সবধরনের ত্রাণ ও সহায়তা প্রবেশ বন্ধ করে রেখেছে ইসরায়েলি দখলদাররা। দখলদার ইসরায়েল বলেছে, হামাস তাদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং তারা তাদের জিম্মিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ কারণে সোমবার রাতে হামলা চালানো হয়েছে। যদিও হামাস জানিয়েছিল, পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী যদি ইসরায়েল গাজা যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করে তাহলে তারা সব জিম্মিকে একসঙ্গে মুক্তি দিয়ে দেবে। কিন্তু দখলদার এতে সম্মত হয়নি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, গাজায় যে নতুন করে আবারও নির্বিচার হামলা চালানো হবে সেটি কয়েক সপ্তাহ আগেই ঠিক করা হয়। অর্থাৎ হামাস জিম্মিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় হামলা চালানো হয়েছে– এটি সত্য নয়।

৮ দিনের মহাকাশ সফরে গিয়ে ৯ মাস আটকা, আজ ফিরছেন সুনিতা-উইলমোর

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে আটকে পড়া দুই নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস ও বাচ উইলমোর দীর্ঘ ৯ মাস পর মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসছেন। গত বছর মাত্র ৮ দিনের জন্য তারা মহাকাশে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সেখানে আটকে যান।
সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) সকাল ৯টা ০৫ মিনিটে স্পেসএক্সের মহাকাশযান ড্রাগনটি লক করা হয়। এরপর ক্রুরা ফ্লাইটের পোশাক পরেন এবং নিরাপত্তা পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। সকল অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সকাল ১১টা ০৫ মিনিটের দিকে মহাকাশযানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। জানা গেছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বুধবার সময় রাত ৩টা ৫৭ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী সমুদ্রে এটি আছড়ে পড়বে। ওই সময় তাদের ওই মহাকাশ থেকে বের করা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে একটি উদ্ধারকারী দল। নিরাপদে অবতরণের পর তারা হোস্টনের দিকে যাবেন। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এর আগে তাদের পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরুর তথ্য জানায়। সংস্থাটি আরও জানায়, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করতে তাদের মোট ১৭ ঘণ্টা সময় লাগবে। সুনিতা ও বাচ মোর ২০২৪ সালের জুন মাসে ক্যাপ কেনাভেরাল থেকে সাধারণ মহাকাশ অভিযানে যান। এরপর তারা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়ে পৌঁছান। কিন্তু তাদের যে যানটিতে করে ফেরার কথা ছিল সেটিতে কয়েক ঘণ্টা পরই ত্রুটি ধরা পড়ে। দেখা যায় মহাকাশ যানটি থেকে হিলিয়াম লিক করছে। এছাড়া থ্রাস্টারেও সমস্যা দেখা দেয়। এরপর নাসা তাদের ফেরার অভিযানটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে।

গাজায় ইসরাইলি হামলা, বিভিন্ন দেশের নিন্দা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইসরাইলের চালানো নৃশংস হামলায় নিহতের সংখ্যা একরাতে ৪০০ ছাড়িয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন অন্তত ৬৬০ জন। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) সর্বশেষ আপডেটে এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তারা বলেছে, ইসরাইলের হামলায় ৪১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।
এছাড়া হামলায় ধসে পড়া ভবনের নিচে আরও অনেক মানুষ আটকে আছেন। যাদের নাম আহত বা নিহতের তালিকায় যুক্ত করা হয়নি। সোমবার রাত ২টার দিকে আকস্মিকভাবে গাজায় বোমা হামলা চালানো শুরু করে দখলদাররা। কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এ হামলায় মুহূর্তের মধ্যে ঝরে যায় শত শত মানুষের প্রাণ।
আহতের সংখ্যা এতটাই বেশি যে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেখানকার সব হাসপাতালে সাধারণ মানুষকে রক্তদানের অনুরোধ জানিয়েছে। রক্তের স্বল্পতার পাশাপাশি পেইনকিলার ও ব্যান্ডেজের সংকটেও পড়েছেন চিকিৎসকরা। গত ১৭ দিন ধরে গাজায় সবধরনের ত্রাণ ও সহায়তা প্রবেশ বন্ধ করে রেখেছে ইসরাইলি দখলদাররা। আর সেখানকার মানুষকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে বর্বর ও কাপুরোষিত এ হামলা চালিয়েছে তারা।
দখলদার ইসরাইল বলেছে, হামাস তাদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং তারা তাদের জিম্মিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ কারণে সোমবার রাতে হামলা চালানো হয়েছে। যদিও হামাস জানিয়েছিল, পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী যদি ইসরাইল গাজা যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করে তাহলে তারা সব জিম্মিকে একসঙ্গে মুক্তি দিয়ে দেবে। কিন্তু দখলদার এতে সম্মত হয়নি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, গাজায় যে নতুন করে আবারও নির্বিচার হামলা চালানো হবে সেটি কয়েক সপ্তাহ আগেই ঠিক করা হয়। অর্থাৎ হামাস জিম্মিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় হামলা চালানো হয়েছে– এটি সত্য নয়।
এদিকে, গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং সকল পক্ষকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সব বেসামরিক নাগরিককে রক্ষা করতে হবে।
বেলজিয়ামের উপ-প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রিভোট হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। সকল পক্ষকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন, আসুন আমরা পিছনে না যাই।
চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, চীন পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং আশা করছে যে সকল পক্ষ এমন কোনও পদক্ষেপ নেয়া এড়িয়ে চলবে, যা উত্তেজনার কারণ হতে পারে।
রাশিয়ার মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে জানিয়েছেন, এটিকে উত্তেজনা বৃদ্ধির আরেকটি পথ বলে অভিহিত করেছেন।
এদিকে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস হামলায় মর্মাহত এবং যুদ্ধবিরতি মেনে চলার জন্য জোরালোভাবে আবেদন করেছেন।

যে কারণে হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে ধসে পড়ল যুদ্ধবিরতি চুক্তি

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যাওয়ার পর পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গত জানুয়ারিতে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং তিনটি মধ্যস্থতাকারী দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, এবং মিসরের ব্যাপক প্রচেষ্টায় ছিল। এই চুক্তি অনুসারে গাজার যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছিল ১৯ জানুয়ারি। কিন্তু গাজায় ১৫ মাস ধরে চলা সামরিক অভিযান, যার ফলে প্রায় ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, এই যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে শেষ হওয়ার কথা ছিল। চুক্তিটি তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম স্তরে, হামাসের কাছে আটক থাকা ইসরায়েলি জিম্মি এবং ইসরায়েলি কারাগারে থাকা হামাস বন্দিদের বিনিময় করা হবে, পাশাপাশি গাজায় খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ স্বাভাবিক করার শর্ত ছিল। দ্বিতীয় স্তরের শর্ত ছিল যে, হামাস সব বাকি জিম্মিকে মুক্তি দেবে এবং ইসরায়েল গাজা থেকে তাদের সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি প্রত্যাহার করবে। প্রথম পর্বের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বে সমস্যা দেখা দিয়েছে। হামাস গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে, তবে ইসরায়েল এতে রাজি নয়।
ইসরায়েল আশঙ্কা করছে, সেনাদের প্রত্যাহার করে নিলে হামাস পুনরায় গাজা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ইসরায়েলে হামলা চালাতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, যুদ্ধবিরতির শর্তগুলি আর কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি হামাস ইসরায়েলি বাহিনীর সেনা সদস্য ইদান আলেক্সান্দারসহ চার জন দ্বৈত নাগরিকের মরদেহ ফেরত দিয়েছে। ইসরায়েল অভিযোগ করেছে যে, হামাস এই ব্যক্তিদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে, কিন্তু হামাস তা অস্বীকার করেছে। এই বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল, এবং এর মধ্যে গাজায় ফের ইসরায়েলি বাহিনী সামরিক অভিযান শুরু করেছে। গত সোমবার রাত থেকে গাজার পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নতুন সামরিক অভিযানে ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ শ' ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। ইসরায়েলের এই সামরিক অভিযানের কারণে ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতি কার্যত শেষ হয়ে গেছে, এবং গাজায় সংঘর্ষের তীব্রতা বেড়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫২ মি.

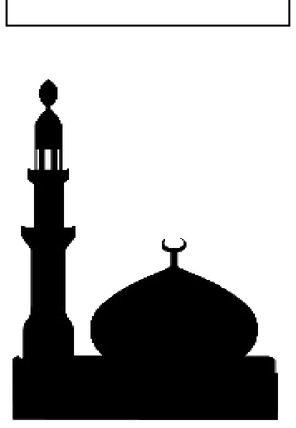

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২০	৫.৪১
যোহর	১১.৪৯	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫২	
এশা	৭.০১	
তাহাজ্জুদ	১১.০৭	

অস্ট্রেলিয়ার সৈকতে রহস্যজনক ফেনা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সৈকতে রহস্যজনক এক ধরনের ফেনা ভেসে আসার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় শতাধিক সার্ফারের অসুস্থ হয়ে পড়ার পাশাপাশি বহু মাছ, অক্টোপাস ও পাতাযুক্ত সিড্রাগন মারা গেছে বলে দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে।
অজ্ঞাত এই ফেনার কারণে ওয়াইটপিঙ্গা বিচ ও পারসন্স বিচ এলাকায় ১০০ জনেরও বেশি সার্ফার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সৈকতে বিপুল পরিমাণে মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

উড্ডয়নের পরপরই হন্ডুরাস উপকূলে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, নিহত ৬

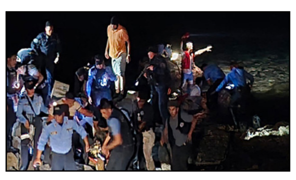

আপনজন ডেস্ক: গতকাল সোমবার রাতে হন্ডুরাস উপকূলের কাছে রোয়াটান দ্বীপে একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনার পরে ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। দেশটির অগ্নিনির্বাপণ প্রধান স্থানীয় গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন। রোয়াটানের অগ্নিনির্বাপণ প্রধান উইলমার গুয়েরেরো স্থানীয় সম্প্রচারক এইচসিএইচকে জানিয়েছেন, উড়োজাহাজের ভেতরে এখনও আটজন যাত্রী রয়েছেন। স্থানীয় সম্প্রচারক নোটিসিয়েরো হোয় মিসমোকে দেওয়া এক মন্তব্যে দ্বীপের পুলিশ প্রধান লিসান্দ্রো মুনোজ বলেছেন, উড়োজাহাজটি উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরেই পানিতে বিধ্বস্ত হয়।
তিনি আরো বলেন, 'এই উদ্ধার প্রচেষ্টা কঠিন, কারণ উড়োজাহাজটি সমুদ্রে পড়ে গেছে।' হন্ডুরাসের পরিবহন সংস্থা ল্যানহসা পরিচালিত জেটস্ট্রিম উড়োজাহাজটিতে ১৭ জন যাত্রী ছিলেন, যার মধ্যে তিনজন ক্রু সদস্য ছিলেন। দেশটির পরিবহনমন্ত্রী স্থানীয় রেডিওকে এই তথ্য নিশ্চি করলেও নিহতের সংখ্যা বিস্তারিত জানাননি। স্থানীয় গণমাধ্যমে দেখানো ফ্লাইট ম্যানিফেস্ট অনুসারে, যাত্রীদের মধ্যে একজন মার্কিন নাগরিক, একজন ফরাসি নাগরিক এবং দুইজন নাবালকও ছিলেন।

উদ্বেগজনক অবস্থায় চাঁদাবাজি, নিয়ন্ত্রণে পেরুতে জুরুরি অবস্থা ঘোষণা

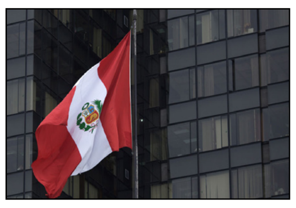

আপনজন ডেস্ক: পেরুর রাজধানী লিমায় এক মাসব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। স্থানীয় সময় সোমবার এই ঘোষণা দেওয়া হয়। চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত হত্যাকাণ্ডের পর এ ঘোষণা দেওয়া হয়। লিমা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
রোববার ৩৯ বছর বয়সী গায়ক পল ফ্লোরেসকে লিমার বাইরে একটি কনসার্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় হামলাকারীরা গুলি করে হত্যা করে। তাদের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, সঙ্গীতশিল্পীদের একটি অপরাধী চক্র তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করার হুমকি দিয়েছিল। এরপরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ফ্লোরেসের হত্যার পর প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তে ঘোষণা করেন, 'আমরা আর একটি মৃত্যুও হতে দেব না'। তিনি আরো বলেন, তিনি খুনি এবং চাঁদাবাজদের মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল করার বিষয়টি 'গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা' করছেন।
ল্যাটিন আমেরিকাজুড়ে চাঁদাবাজি একটি সমস্যা হলেও, পেরুতে এটি উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে ৪৫০টিরও বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাটির জন্য আংশিকভাবে দায়ী ভেনেজুয়েলার ট্রেন ডি আরাগুয়ার মতো অপরাধী চক্র।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৭৬ সংখ্যা, ৪ চৈত্র ১৪৩১, ১৮ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

গরমে ঔষধ সংরক্ষণ

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে দেশব্যাপী তীব্র দাবদাহ চলিতেছে। কতিপয় জেলায় তাপমাত্রার পারদ উঠিতেছে প্রায় ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। তাপমাত্রার এই অতিবৃদ্ধির প্রভাব পড়িতেছে ঔষধে। সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন ফার্মেসি ও দোকানে কার্যকারিতা হারাইতেছে ঔষধ। দেশের আবহাওয়ায় বিরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইলেও অনেক ফার্মেসি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঔষধ সংরক্ষণে এখনো সেইভাবে প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। এইরূপ অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণমান কমিয়া যাওয়া, এমনকি পুরোপুরি নষ্ট হইয়া যাওয়ার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়িতেছে। দেশের অনেক জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ঔষধ সংরক্ষণে শতভাগ নিয়ম না মানিবার অভিযোগও দীর্ঘদিনের। এমনকি ঔষধ রুম টেম্পারেচারে রাখার জন্য যে আধুনিক স্টোর ব্যবস্থা থাকিবার কথা, তাহাও বহু জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলিতে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। ফার্মেসিগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ কিছু ঔষধ রেফ্রিজারেটরে রাখা হইলেও শেলফেই রাখা হয় বেশির ভাগ ঔষধ, যেইখানে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার কোনো বালাই থাকে না। এমনকি ইনসুলিন, অ্যান্টিবায়োটিক তরল, ইনজেকশন, চোখের ড্রপ এবং কতিপয় ক্রিম ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হইতে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করিবার নির্দেশনা থাকিলেও তাহা মানা হয় না। অনেক ঔষধ ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে আলোর আড়ালে রাখিবার নির্দেশনা থাকিলেও তাহা যত্রতত্র ছড়াইয়া-ছিটাইয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহার ফলে দোকানদারের অজান্তেই ঔষধের মান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আরো উদ্বেগজনক কথা, হৃদরোগের ঔষধগুলি অপেক্ষাকৃত স্পর্শকাতর বিধায় তাহা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ইহাতে আদৌ কর্ণপাত করা হয় না। এহেন অবস্থায় দেশব্যাপী যখন তীব্র তাপপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, তখন ঔষধ সংরক্ষণব্যবস্থা কতটা বেহাল পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা লক্ষ করিয়াছি, দেশের বিভিন্ন স্থানে লোডশেডিং থাকিতেছে দীর্ঘ সময় ধরিয়া। ইহার ফলে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষিত ঔষধের পাশাপাশি গুণমানের ক্ষতিসাধন হইতেছে অন্যান্য মেডিসিনেরও। ঔষধ সংরক্ষণের বিষয়ে দোকানিদের বিভিন্ন পরামর্শ দিয়া গত বত্সরের মে মাসে চিঠি দিয়াছিল ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। কিন্তু সঠিক তদারকির অভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই বলিয়াই দৃশ্যমান। ঔষধ প্রশাসনের তথ্যানুযায়ী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিয়াছে স্বল্প সংখ্যক। অর্থাৎ, বেশির ভাগ দোকানে সঠিক তাপমাত্রায় ঔষধ সংরক্ষণ করা হইতেছে না। শুধু ফার্মেসি বা দোকানে নহে, সরকারি সংরক্ষণ ব্যবস্থায়ও অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশনা মানা হইতেছে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নীতিমালায় বলা হইয়াছে, ১৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঔষধ সংরক্ষণ ও পরিবহন করিতে হইবে। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা প্রয়োজন—এমন ঔষধ মাইনাস ৪ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষণ করিতে হইবে। দেশে জাতীয় ঔষধনীতিতেও ঔষধের দোকানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং রেফ্রিজারেটর থাকিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। এখন দেশব্যাপী যখন তাপপ্রবাহ চলিতেছে, তখন স্বাস্থ্য ও ঔষধ খাতের বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি লইয়া কথা বলিতেছেন। বিশেষজ্ঞরা বলিয়া আসিতেছেন, ঔষধের গুণমান ঠিক রাখিতে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোনো বিকল্প নাই। মনে রাখিতে হইবে, প্রতি বত্সরই এপ্রিল মে-জুন মাসে বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়ামের মধ্যে উঠানামা করে। সুতরাং আমাদের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে যথাযথ তাপমাত্রায় ঔষধ সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে সেই ঔষধ বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। সুতরাং, এই সকল বিষয়ে সচেতনতার জন্য বেশি বেশি প্রচারণা চালাইতে হইবে, তদারকি বাড়াইতে হইবে। ব্যক্তি পর্যায়ে বাসাবাড়িতে ঔষধ রাখিবার ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ নির্দেশনার অনুসরণ জরুরি। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করিবার পাশাপাশি বিদেশে ঔষধ রপ্তানি করিতেছি আমরা এবং এই শিল্পে আমরা বেশ আগাইয়াও গিয়াছি। ফলে সংরক্ষণের অভাবে যাতে ঔষধ নষ্ট বা কার্যকারিতা না হারায়, সেই বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

• • • • • • • • • • • •

গোধরা ও গুজরাট দাঙ্গাকে আবার ফিরে দেখা

বিশ্ব ইতিহাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিধনের এক নম্বর পান্ডা যদি হয় হিটলারের নাৎসী বাহিনী, তাহলে দুই নম্বর পান্ডা হল ২০০২ সালের গুজরাত মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ, এবং সংঘ পরিবারের বিজেপি- বিশ্ব হিন্দু পরিষদ - বজরং দল এবং দুর্গাবাহিনী। লিখেছেন **ড. শামসুল আলম।**

বিশ্ব ইতিহাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিধনের এক নম্বর পান্ডা যদি হয় হিটলারের নাৎসী বাহিনী, তাহলে দুই নম্বর পান্ডা হল ২০০২ সালের গুজরাত মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পুলিশ, এবং সংঘ পরিবারের বিজেপি- বিশ্ব হিন্দু পরিষদ - বজরং দল এবং দূর্গাবাহিনী। হিটলারের সাথে মোদির তফাত হল : ১. হিটলার খোলাখুলি ঘোষণা দিয়ে ৬০ লাখ ইহুদীকে গ্যাস চেবারে পুড়িয়ে মেরেছিল, কিন্তু মোদি হাজার হাজার মুসলিম নিধন করতে জলজ্যান্ত ন্যক্কারজনক মিথ্যাচারিতা করে বলেছে গোধরায় ৫৯ জন করসেবকদের ট্রেনে মুসলিমরা পুড়িয়ে মেরেছিল বলেই এই দাঙ্গা তারই বহি: প্রকাশ। ২. নগ্ন ফ্যাসিস্টরা ধূর্ত হয় না, যেমন হিটলার, কিন্তু ধূর্ত ফ্যাসিস্টরা ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী হয়, যেমন মোদিজি যিনি হিটলারের গোয়েবলস নামক বিশ্ব মিথ্যাবাদীকেও হার মানায়। আজকে নানা সংবাদপত্রে মোদির এক সাক্ষাতকার বেরিয়েছে, যেখানে মোদি সর্বশেষ চরম মিথ্যাচার করে দাঙ্গার সাফাই গাইলেন এই বলে যে গোধরা না ঘটলে গুজরাত দাঙ্গা হতো না এবং এই দাঙ্গা ছিল ভয়ঙ্কর প্রতিশোধগ্রহণের দাঙ্গা।

এবার ফিরে দেখা যাক ২৩ বছর আগের গোধরার ঘটনার এক ঝলক। গুজরাত থেকে ৭৫০ জঙ্গী করসেবককে নিয়ে অযোধ্যা রামমন্দির গড়ার জন্য বিশ্বহিন্দু পরিষদ একটা মহাযজ্ঞের আয়োজন করে সেখানে। তারা ফিরছিল সবরমতী এক্সপ্রেসে নিজেদের রাজ্যে ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০২। ট্রেন গোধরা স্টেশনে তিন ঘন্টা আটকে থাকে সিগনালের কারণে। যখন ট্রেনটি সকাল ৭ টায় গোধরা পার হচ্ছে এমন সময় বারংবার চেন টানা হয় কারণ ইতিমধ্যে সবরমতির এস -৬ কোচের ভেতর আগুন লাগে এবং এই কারণেই চেন টানা হয়। ঘটনায় জানা যায়, অন্য কোন কোচের ভেতর যেখানেও অনেক করসেবক ছিল সেখানে কোন আগুন লাগেনি। জানা গেছে ৫৯ জন করসেবক এস ৬ য়ে পুড়ে মারা গেছে এবং কয়েক ডজন আহত হয়েছে। এই ঘটনার আগেই একটা খবর ফাস হয় যে, গুজরাতে দাঙ্গার প্রস্তুতি আগে থেকে পরিকল্পিতভাবে নেওয়া হয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন : কেন গোধরার মুসলমানদের ভিলেন বানানো হল। কারণ একটা প্রবাদ আছে, কুকুরকে ফাসী দেবার আগে তাকে একটা বদনাম দাও। এটা ঠিক তেমনি। দেশ বিদেশের নানা রিপোর্ট এবং লেখনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, গোধরায় করসেবকদের মৃত্যু হয়েছিল গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে গিয়ে। এটা প্রাথমিক সাধারণ জ্ঞানে ঠিক মনে হবে। সংঘ পরিবার এবং জঙ্গীরা তোতা পাখির বুলির মতো এটা আওড়েছে যে গোদরার মুসলমানেরা (অন্তত ২০০) পরিকল্পিতভাবে পেট্রলের টিন এনে কোচে ঢেলে দিলে আগুণ লেগে ঐ মৃত্যু সংগঠিত হয়। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে যাবার আগে এখানে তিনটি অকাট্য যুক্তির অবতারণা করছি : ১, গোধরার মুখে তিন ঘন্টা আটকে থাকাকালীন সময় তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খল জনতা একাধিক কোচে আগুন লাগিয়ে ৫০০-৭০০ করসেবককে পুড়িয়ে মারতে পারতো। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার সময় এমন ঝুকি কেউ নিতে পারে? ২. সিলিন্ডার ফেটেছিল এটা পরবর্তীকালে প্রমানিত হয়েছে। তা যদি বেআইনী হয়, তাহলে ট্রেনে সিলিন্ডার ব্যবহার করে রান্না খাওয়া সারছিল গোটা রাস্তায় কিভাবে? যার মানে দাড়ায় রাহাজানি; ৩, সিলিন্ডার ফেটেছে বলে নিহত ও আহতদের নিম্নাঙ্গ পুড়েছিল। বাইরে থেকে পেট্রল ছুড়লে দেহের উপরিভাগ পোড়ার কথা। সেটা হয়নি মানে বাইরে থেকে আগুন লাগানো হয়নি।

রেলদপ্তর থেকে সবরমতী এক্সপ্রেসের দূর্ঘটনার তদন্ত করেন বিচারপতি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী কমিশন। ব্যানার্জী কমিশন তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, ট্রেনে যে ভয়াবহ দূর্ঘটনা ঘটেছে তা নিছক দূর্ঘনা। কোন ষড়যন্ত্র বা দাঙ্গা বা বাইরে থেকে পেট্রল ছুড়ে মানুষ মারা - এর কোনটাই সত্যি নয়। মৃত্যু ঘটেছে রান্নার সিলিন্ডার ফেটে।

এরপর সিটিজেন ফোরাম দ্বিধাহীনচিত্তে বলে, সবরমতি এক্সপ্রেসের দূর্ঘনায় কোন মুসলমান যুক্ত নয়। এটা নিছক করসেবকদের নিজেদের সিলিন্ডার ফেটে এই দূর্ঘটনা। বিশ্ববিখ্যাত লেখক আইবস্লি টমাস এমব্রি তথ্য হাজির করে প্রমাণ করেন, এর সাথে পাকিস্তান যোগ ভিত্তিহীন, এর সাথে গোদরার নিরীহ মুসলমানদের যোগও ভিত্তিহীন। উল্টোদিকে মোদির পরামর্শ মেনে শাহ এবং নানাবতী কমিশন গঠন করে। তিন মাসের জায়গায় ৭ বছর সময় নিয়ে বলে গোদরার জন্ই এই দাঙ্গা এবং এটা পাকিস্তানী শাসক ও গোধরার মুলমানদের অশুভ ষড়যন্ত্র। তদকালীন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, প্রতিটি ক্রিয়ার থাকে প্রতিক্রিয়া। তিনি সময় নষ্ট না করে গোদরায় গিয়ে মৃত করসেবকদের আহমেদাবাদে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। ফলে গোদের উপর এলো বিষফোঁড়া। দাঙ্গাবাজ গেরুয়া জঙ্গীরা ঝাপিয়ে পড়লো পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী। ২৮ ফেব্রুয়ারি ভি এইচ পির প্রবীন তোগাড়িয়া আহমেদাবাদসহ গুজরাট বনধ্ ডাকলো। জারি হল কার্ফু। পুলিশ থানা ও চৌকি থেকে সরে গিয়ে দাঙ্গাবাজদের পাশে দাড়ালো। একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক, বজরং দল, দূর্গা বাহিনী আগে থেকে তৈরি ছিল। তালিকা ধরে ধরে শুরু হল ৭- ৭০ বয়স্ক মুসলমান মেয়েদের গনধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর আগুণে তাদের পুড়িয়ে মারা হতে লাগলো। ধর্ষিতা ও নিহত মায়ের গর্ভ কেটে ভ্রুণ বার করে এনে বজরঙ্গীরা ত্রিশূল নিয়ে সেই ভ্রূণকে ছুড়ে দিল আগুনের ভেতর। উল্লাস নৃত্য শুরু এরপর কয়েকশত বাড়ি এবং ফ্লাটে আগুন ধরিয়ে পুরুষদের পুড়িয়ে মারার অভিযান চললো এবং লাগাতার খুনের উল্লাসধ্বনি ও জয়শ্রীরাম জিগির। গুলবার্গে প্রাক্তন সাংসদ এহসান জাফরীসহ ৯০জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। বেস্ট বেকারীর ঘটনায় এক বৃহৎ যৌথ পরিবারের ১৪ জনকে খুন করা হয় যার মধ্যে তিনজনকে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়। বেচে থাকে গণধর্ষিতা বিলকিস বানু যাকে দাঙ্গাবাজরা মৃত বলে ফেলে রাখে। বিলকিসের গর্ভের মেয়েটা বাচে, কিন্তু তার তিন বছরের মেয়েকে চোখের সামনে পাথরে আছড়ে মেরে ফেলা হয়। পরবর্তী ঘটনাক্রম সবারই জানা যে মোদি সরকারের পরামর্শে ১১ জন খুনি ও ধর্ষকদের ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের বীরের সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ফুলমালা দিয়ে। এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ য়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মায়া কোড়নানী নিজে হাতে পেট্রল বিলিয়ে দিলেন দাঙ্গাবাজ বজরঙ্গ দল ও দূর্গাবাহিনীর হাতে হাতে। মুখ্যমন্ত্রী কি বললেন এরপর? তিনি বললেন," আমরা পরিবারে ৫, আর মুসলমানদের পরিবারে ২৫। তাই পুলিশ কাউকে বাধা দিও না। " ২৭ ফেব্রয়ারীতেই মোদিজির বাসভবনে গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে পুলিশ দাঙ্গা থামাবে না এবং প্রতিশোধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়। এই গোপন বৈঠককে ফাস করেন তিনজন - স্বরাষ্ট্র কেবিনেট মন্ত্রী হারিন পান্ডা, আই পি এস ভাট এবং শ্রীকুমার। ঠান্ডা মাথায় হারিন পান্ডাকে খুন করে গুম Bday হয়। ভাটকে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শুধু মোদির রহস্য ফাস করার জন্য তো বটেই। ভাট একজন মহান দায়িত্বশীল পুলিশ অভিসারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি নির্ভীক সাহসী যোদ্ধা হিসাবে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে গুজরাত দাঙ্গার জন্য মোদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রিট পিটিশন করেন। কিন্তু মহামান্য আদালত সিট গঠন করে একটি কলঙ্কিত রায় দিয়ে বলে, মোদি নির্দোষ এবং মোদি বিরোধীরা সকলে দোষী ও ষড়যন্ত্রী।

এই,কলঙ্কের সর্বেশেষ দৃষ্টান্ত হল রঞ্জন গগৈ যখন ঘোষণা দিলেন যে বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপরে রামমন্দির হবে। এই দুটি কলঙ্কের পাশাপাশি সেরা মিথ্যাচারী মোদিজি পরে কি বললেন? তার কুখ্যাত উক্তি : " দাঙ্গায় মরেছে তো কি। আমার চলন্ত গাড়ির সামনে একটা কুকুর ছানা এসে দাড়ালে তো সে ছানা মরবেই। " যদি মোদিজী এবং ষংঘ পরিবারের নৃশংসতম ন্যাক্কারজনক মিথ্যাবাদীতা না থাকে তাহলে প্রশ্ন ১. কেন হারিন পান্ডুয়িাকে খুন করা হল? ২. কেন পুলিশ অফিয়ার ভাটকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, জেলে পাঠানো হল? অথচ গীতা জোহরী নামক পুলিশ অফিসারকে বিশাল প্রমোশন দেওয়া হল এই কারণে কি যে তিনি গোদরার ৬৮ জন মুসলিমদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়ে ফাসী ও যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সুপারিশ করেছিলেন? ৩. তিস্তা শীতলাবাদের জলজ্যান্ত তথ্য প্রমাণ থাকা সত্বেও তাকে অসংখ্যবার নির্যাতন করা হল কেন? ৪. জাকিয়া জাফ্রির হাতে প্রমাণ ছিল যে গুলবার্গ সোসাইটিতে কারা তার স্বামীসহ ৯০ জনকে পুড়িয়ে মেরেছিল এবং টেলিফোনিক কলের রেকর্ড নিয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন তিস্তাকে সাথে নিয়ে তখন সীট কেন নিরপেক্ষ তদন্ত করে নি? উপরন্ত, তার স্বামী ভূতপূর্ব সাংসদ এহসান মৃত্যুর মুখে এক ডজনবার মোদিকো ফোন করেও মোদি ফোন ধরে নি কেন? কেন তিস্তা ও জাকিয়াকেনবারংবার হেনস্থা করা হয় অপ্রিয় সত্য কথা বলার জন্য কি? ৫. কেন মোদি ২০২৩ সালে। বিবিসি ডকুমেন্টারি - মোদি প্রশ্ন" কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং মুম্বাই ও দিল্লি বিবিসি অফিসে। আয়কর দপ্তরকে দিয়ে অভিযান চালাতে নির্দেশ দিলেন? কেন মোদিজীদের সাহস হল না বিবিসির ভেজালবিহীন তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে যেখানে মোদিকে গুজরাট দাঙ্গার আসল লোক বলে চিহ্নিত?। অথচ কিসের ভয়ে তার দিল্লি সরকার হামলা করলো হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, জে এন ইউ এবং জামিয়া মিলিয়াতে? ৬. কেন সারা গুজরাতে মোদির গদিতে বসা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সর্বত্র কেন বিশাল সাইনবোর্ড " গুকরাট নামক হিন্দু রাষ্ট্রে আপনি স্বাগত?" ৭. গোদরা মামলায় যাকে এক নম্বর চক্রী ও পালের গোদা বলে প্রচারিত সেই মৌলভী হোসেন ওমরজীসহ আরো ৬৩ জন প্রমাণের অভাবে খালাস পায়? ৮. যে ১১ জনকে মিথ্যাচার করে ফাসীর আসামী বানানো হয় তাদের সকলকে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল মোদির ডেপুটি এস পি নোয়েল পার্মার। তাকে মোদি কেন তার অবসরেরর পর চারবার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়? রহস্যের জাল কি তা সকলেই জানে। দুয়ে দুয়ে চার হয়। ৯. কেন আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মোদির ভিসা বাতিল করেছিল? খামখেয়ালী।। কূটনীতি? নাকি মোদিজী নির্মিত কুখ্যাত দাঙ্গার পরিচালক বলে? ১০. আর এস এসের গোটা দাঙ্গা পরিকল্পনার পালের গোদা হয়েছিল মোদিজি বলেই কি দাঙ্গা স্তিমিত হবার একমাস পর অটল বিহারী বাজপেয়ী মোদিকে পরামর্শ দিলেন রাজধর্ম পালন করতে? তারপর গোয়ার দলীয় অধিবেশনে কেন আদবানী মোদিকে শ্রেষ্ঠ শাসকের তকমা দিলেন? ১১.ইতিহাসের বীভৎসতম গুজরাত দাঙ্গার জন্যই গুজরাত ভারতের হিন্দুত্ব ল্যাবরেটরির স্তরে উন্নীত হয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে মোদির অভিষেক হল প্রধানমন্ত্রী পদমর্যাদায় নয় কি?

উপসংহারে, ২০১৪ পরবর্তীতে ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে ফ্যাসিস্ট রাজতন্ত্রী সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র হবার পথে ধাবিত হয়েছে যার শেকড় নিহিত আছে কিন্তু মুসলিম নিধন এবং মুসলিম প্রজন্মকে মুছে ফেলার লক্ষ্যপথে চালিত গোদরার ১০০ শতাংশ মিথ্যাচার এবং গুজরাতে রাষ্ট্রচালিত হিংস্রতম তান্ডবের ভেতর যার ক্যাপ্টেন হলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি। আগামী দিনে নতুন ইতিহাস রচিত হবে গোদরার দূর্ঘটনা ও গুজরাত দাঙ্গার একটি সত্যিকার বিশ্বমানের বিচারবিভাগীয় তদন্ত যাকে মনিটারিং করবে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত (আই সি জে)। কেন আন্তর্জাতিক আদালত, কারণ সর্বোচ্চ মহামান্য আদালত পক্ষপাতদোষে আবিষ্ট। দাঙ্গাবাহিনী এবং তাদের মনিব সংঘ পরিবার ও তার পালের গোদাকে কাঠগড়ায় দাড় না করা পর্যন্ত ভারতে সেকুলার মানবিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে না।

***মতামত লেখকের নিজস্ব*

ট্রাম্প কেন হামাসের সঙ্গে চুক্তিতে যাচ্ছেন

ক্রিস ডয়েল

১৯৮৯ সালে তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্টিফেন ডে একটি ফোনকল পান। ফোনটি করেছিলেন তাঁর তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট পেলেট্রো। পেলেট্রো বললেন, 'আপনার কাছে কি ইয়াসির আরাফাতের ফোন নম্বরটা আছে?' পেলেট্রোর কথা শুনে স্টিফেন ডে ধাক্কা খেলেন। কারণ, আরাফাত তখন আমেরিকার চোখে সন্ত্রাসী।

ডে ও পেলেট্রোর ওই টেলিকথোপকথন হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠন পিএলওর (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) সঙ্গে প্রকাশ্যে সংলাপে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গাজা থেকে স্থায়ীভাবে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করার কয়েক দিন পরই মার্কিন কর্মকর্তারা দোহায় হামাসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। এ ঘটনা ১৯৮৯ সালের সেই ঘটনাকে মনে করিয়ে দিল। সন্দেহ নেই, এ ঘটনা মার্কিন নীতিতে ঘটে যাওয়া এক বড় পরিবর্তন। কারণ, মার্কিন নীতিতে হামাসের সঙ্গে যেকোনো ধরনের আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে এবং ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ পরে এ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে। হামাসের সঙ্গে কথা বলাও ছিল মার্কিন কূটনীতিকদের জন্য ক্যারিয়ার ধ্বংসের শামিল। যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বলে এসেছে, তারা 'সন্ত্রাসীদের' সঙ্গে কোনো আলোচনা করে না। তবে বাস্তবতা হলো, অতীতেও তাদের এ নীতি ভাঙার নজির আছে। যেমন ১৯৯৫ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক দল সিন ফেইনের নেতা জেরি অ্যাডামসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অথচ অ্যাডামসের দলটি সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠন আইআরএর সঙ্গে যুক্ত ছিল। হামাসের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনায় বসাটা আগের ওই সব ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি ধাক্কা দেওয়ার মতো। কারণ, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই আলোচনা করে না। কিন্তু ট্রাম্প এ নিয়ম বদলে দিয়েছেন। মার্কিন বন্দিমুক্তিবিষয়ক আলোচক অ্যাডাম বোয়েলার দোহায় হামাসের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করেছেন। এ আলোচনা কোনো তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে হয়নি, বরং মুখোমুখি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে কেবল বন্দিবিনিময়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি, সেখানে হামাস ৫ থেকে ১০ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতির

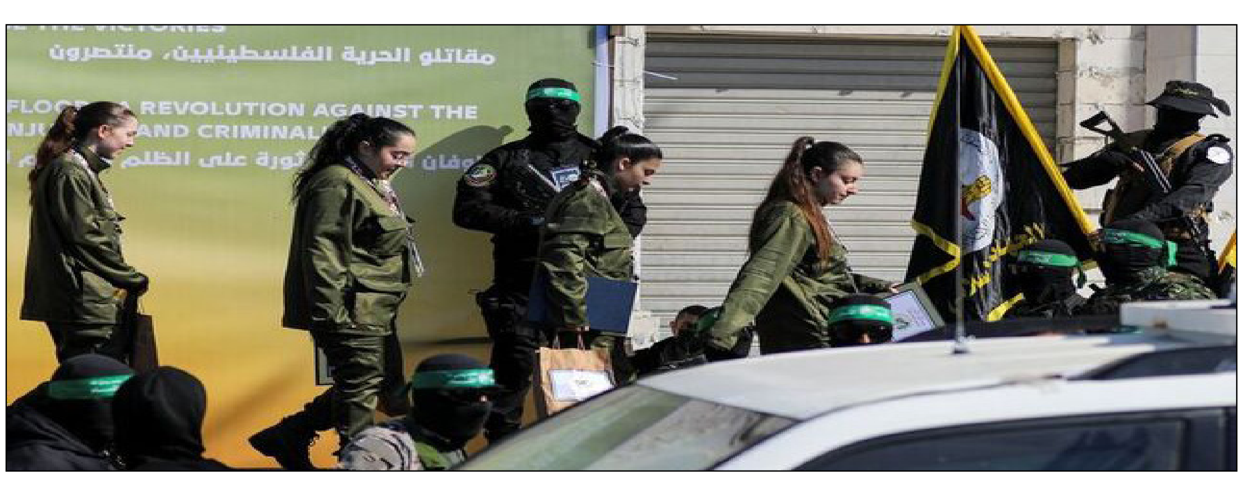

প্রস্তাবও দিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, ওই আলোচনার পরিধি অনেক বড় ছিল। হামাস-যুক্তরাষ্ট্রের এ বৈঠক নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ইসরায়েলি নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ হয়েছে। কারণ, তারা আশঙ্কা করছে, যুক্তরাষ্ট্র হামাস নিয়ে আলাদা নীতি গ্রহণ করতে পারে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এ নিয়ে ইসরায়েলকে কোনো কৈফিয়ত দেয়নি। সিএনএনের সাক্ষাৎকারে যখন বোয়েলারের কাছে এ বিষয়ে ইসরায়েলকে কিছু জানানো হয়েছে কি না বলে জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমরা ইসরায়েলের এজেন্ট নই।' এ অবস্থায় মনে হচ্ছে, ইসরায়েলের নেতাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন ও আইজাক শামির ব্রিটিশ শাসনের সময়ে সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন। কারণ, তাঁরা প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিলেন। কিন্তু এটি ব্রিটেনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

এ ঘটনার মধ্য দিয়ে নেতানিয়াহুকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও তিনি তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেই। ট্রাম্পের প্রধান লক্ষ্য 'আমেরিকা ফার্স্ট' (সবার আগে আমেরিকার স্বার্থ), বরং আরও স্পষ্টভাবে বললে বলা যায়, 'ট্রাম্প ফার্স্ট' (সবার আগে ট্রাম্পের স্বার্থ)। তাঁর কাছে কোনো কিছুই বাইবেলের পবিত্র বাণীর মতো অপরিবর্তনীয় নয়। এমনকি এ নীতি মিরিয়াম অ্যাডেলসনের মতো তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ তহবিল সরবরাহকারীকে ক্ষুব্ধ করলেও তিনি এতে একটুও বিচলিত নন। অনেকেই ট্রাম্পকে বাইডেনের চেয়ে বেশি ইসরায়েলপন্থী নেতা বলে মনে করেন। যদিও ট্রাম্প ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনিদের দমন করার জন্য সবুজসংকেত দিয়ে থাকেন। তবে তিনি মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে বাইডেনের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন এবং প্রয়োজনে ইসরায়েলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতেও সক্ষম। ট্রাম্পের এই স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং তাঁর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ ইসরায়েলকে উদ্বেগে ফেলে দিয়েছে। ট্রাম্প এরপর কী করবেন, তা নিয়ে ইসরায়েলি নেতারা চিন্তিত। তিনি কি ইসরায়েলের অনুমতি ছাড়াই হামাসের সঙ্গে কোনো চুক্তি করবেন? তিনি কি ইসরায়েলের আপত্তি উপেক্ষা করেই তেহরানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করবেন? এসব প্রশ্ন ইসরায়েল প্রশাসনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা গোপনে ইরানের সঙ্গে যোগাযোগের একটি চ্যানেল খুলেছিলেন। ট্রাম্প ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই এটি প্রকাশ্যে করতে পারেন। ট্রাম্পের অনেক সমালোচনা আছে, তবে তাঁকে কিছুটা কৃতিত্ব দেওয়া উচিত। কারণ, তাঁর কিছু কাজ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কৌশলগতভাবে বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ। তবে এর সঙ্গে কিছু জটিলতাও রয়েছে।

ট্রাম্প হামাসের সঙ্গে চুক্তি করতে চান, আর সংঘাতরত দুই পক্ষের এক পক্ষকে, অর্থাৎ ইসরায়েলকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে সেই চুক্তি করা সম্ভব নয়। জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলো হামাসের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ রাখেনি। তারা 'কোয়ার্টেট নীতিমালা' মেনে চলে। সে নীতিমালায় বলা আছে, হামাসকে বৈধতা পেতে হলে সহিংসতা ত্যাগ করতে হবে, ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং আগের সব শান্তিচুক্তি মেনে চলতে হবে। তবে হামাসকে সবকিছু থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মাধ্যমে কোনো ইতিবাচক ফল আসেনি। মিসর ও কাতার হামাসের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে তাদের তথ্য সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকে মনে করেন, হামাসের সঙ্গে আলোচনা করা মানে তাদের অযথা বৈধতা দেওয়া। তবে এটি তখনই সত্যি হতে পারে, যদি তাদের হোয়াইট হাউস বা ডাউনিং স্ট্রিটে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু যখন তারা দূরে, গোপনে কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনা করছে, তখন এটি তেমন গুরুতর বিষয় নয়।

আরেকটি যুক্তি হলো, সহিংসতার মাধ্যমে হামাস সুবিধা আদায় করতে পারলে, তারা সহিংসতায় আরও উৎসাহিত হতে পারে। তবে আলোচনা কোনো পুরস্কার নয়। হামাসের সঙ্গে আলোচনা মানেই তাদের সমর্থন করা নয়। বরং এটি বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা যে শত্রুপক্ষগুলোর মধ্যেও সংলাপ ফলপ্রসূ হতে পারে এবং নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে পারে। ইতিহাস বলে, অন্তত এ বিষয়ে ট্রাম্প সঠিক পথে আছেন। সাবেক লেবার নেতা হিউ গেইটস্কেল একবার বলেছিলেন, 'শেষ পর্যন্ত সব সন্ত্রাসীই সরকারের আমন্ত্রণে ডরচেস্টার হোটেলে এসে মদ খায়।' যদি গেইটস্কেলের এ বক্তব্য ২০২৫ সালের জন্য হালনাগাদ করা হয়, তাহলে 'মদ খাওয়ার' সেই জায়গা ডরচেস্টার হোটেলের বদলে হতে পারে 'ট্রাম্প টাওয়ার'।

***ক্রিস ডয়েল কাউন্সিল ফর অ্যারাব-ব্রিটিশ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে (ক্যাবু) পরিচালক*
*মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ।***

প্রথম নজর

‘উচ্চশিক্ষায় নাট্যশিক্ষার গুরুত্ব’ নিয়ে আলোচনা হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: ‘থিয়েটার অভিনেতাদের মধ্যে পারস্পরিক মানসিক বন্ধন দৃঢ় করে। শৃঙ্খলা শেখায়।’ হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের আই.কিউ.এ.সি ও বাংলা বিভাগের সঙ্গে ন্যাজাট ভাবনার যৌথ উদ্যোগে একটি কর্মশালায় কথাগুলি বলেন ‘ন্যাজাট ভাবনা’ নাট্যগোষ্ঠীর সম্পাদিকা-অভিনেত্রী মৌমিতা বর সাহা। ‘উচ্চশিক্ষায় নাট্যশিক্ষার গুরুত্ব’ বিষয়ে এই কর্মশালা উদ্বোধন করে কলেজের অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন জানান, ‘নাটক ধৈর্য্য, অন্যের কথা মনোযোগ সহকারে শোনার কান তৈরি করে। কেননা একটি চরিত্রের সংলাপ ঠিকঠাক শুনে সময়মতো প্রতি সংলাপ প্রক্ষেপণ করতে হয়।’ শুরুতে বাংলা বিভাগের শিক্ষক বনানী চৌধুরী ও ড. মায়া মজুমদার উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। বিষয়োপযোগী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. কিঙ্কর মণ্ডল ও ন্যাজাট নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে মৌমিতা বর সাহা। এদিনের কর্মশালায় ন্যাজাট ভাবনা প্রযোজিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘কাঁথা’ নাটক প্রদর্শিত হয়। এদিন হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে ন্যাজাট ভাবনার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অধ্যাপিকা ড. ঈশিতা দে ও শ্রীপদ বর জানান, এই চুক্তির ফলে দু’টি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে ভবিষ্যতে আরও নাটক প্রযোজনা করবে। বাংলা বিভাগের প্রধান ড. মায়া মজুমদার বলেন, ‘কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি নাটকের দল তৈরি করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে সেই নাটকগুলি অভিনয় করা হবে।’ ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে উপচে পড়া হল ঘরে আরও উপস্থিত ছিলেন কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শামীম ভড়, ড. মহাব্বতুন্নেসা খাতুন, আব্দুস সামাদ, প্রশান্ত চক্রবর্তী, সমরেশ সরদার প্রমুখ।

বঙ্গভূমি বালিকা মিশনে ইফতার মাহফিল

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● হাড়োয়া

আপনজন: ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়া ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামের বঙ্গভুমি বালিকা মিশনে। ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে মিশন প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় ইফতার মাহফিল টি।

ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মিশনের সভাপতি শেখ সামসুল হক, হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির সুপারেন্টন্ডেন্ট মুফাসসির হোসেন, শিক্ষক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মহম্মদ মোফিজুল ইসলাম, প্রতিবেদক প্রমুখ।

এদিন স্বরচিত ইসলামী কবিতা ঈদের উপহার পাঠ করেন মহম্মদ মোফিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক আব্দুল হালিম ও আয়োজকরা মিশনের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা। উল্লেখ্য, ইসলামী ভাব ধারায় পরিচালিত বালিকা মিশন টি তে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে। মিশন কর্তৃপক্ষ জানান মিশন টি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার প্রচেষ্টা চলছে।

পজিটিভ বার্তার মলয় পীটকে বিশেষ সম্মান

আমীরুল ইসলাম ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস আনুষ্ঠানিকভাবে পজিটিভ বার্তা-র পথপ্রদর্শক মলয় পীট-কে “IBR Achiever” সম্মান প্রদান করে মঙ্গরবার।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্য আইন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মলয় পীট-এর হাতে এই সম্মান তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা প্রেস ক্লাব-এর সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা অধ্যাপক ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ব বাংলা কেবল নেটওয়ার্ক-এর সভাপতি শঙ্কর মণ্ডল, অল বেঙ্গল প্রাইভেট নার্সিং হোমস অ্যান্ড হসপিটালস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক আব্বাস উদ্দিন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জানা গেছে, ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে পাঠানো একটি অফিসিয়াল চিঠির মাধ্যমে প্রথম এই স্বীকৃতির কথা মলয় পীট-কে জানায়। আজকের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত সম্মান নয়, বরং ভারতের মিডিয়া জগতে পজিটিভ বার্তা-র ইতিবাচক প্রভাবের এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।

পজিটিভ বার্তা তার যাত্রা শুরু করেছিল একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ইতিবাচকতা ছড়ানো। মূলধারার গণমাধ্যমে নেতিবাচক সংবাদের আধিক্যের মাঝে এটি আশার আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। সমাজের কল্যাণ, উদ্ভাবন, সম্প্রদায় উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক গল্প তুলে ধরাই এর মূল লক্ষ্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি কেবল নেটওয়ার্কেও সম্প্রচার শুরু করে এবং আগামী এক বছরের মধ্যে এটি স্যাটেলাইট প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচারের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। সম্মান গ্রহণ করে মলয় পীট বলেন, “এই সম্মান আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভালো, কিন্তু সমাজের নানা নেতিবাচক প্রভাব তাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। আমরা পজিটিভ বার্তা-র মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত ইতিবাচক ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে চাই। গঠনমূলক সংবাদ এবং বাস্তব জীবনের ইতিবাচক গল্প তুলে ধরে আমরা সামাজিক সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই।”

চরম পানীয় জল কষ্টে হিঙ্গলগঞ্জের লেবুখালির বাসিন্দারা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: জল কষ্টে ভুগেই চলেছেন সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষজন। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে দেশ যখন চাঁদে পৌঁছাচ্ছে। ঠিক তখনই পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাবে ভুগছেন সুন্দরবনের বাসিন্দারা। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের লেবুখালি গ্রামে গেলে উঠে আসছে এইরকম ছবি। বসিরহাট থেকে সুন্দরবন যাওয়ার অন্যতম প্রধান প্রবেশদ্বার এই লেবুখালী। এখান থেকেই ভান্ডারখালি, হাটগাছা থেকে শুরু করে কালিতলা, হেমনগর ও শামসেরনগর পর্যন্ত একেবারে সুন্দরবন পৌঁছে যান দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। কিন্তু সেই প্রবেশদ্বারেই এখনো চরম অব্যবস্থা রয়েছে। অভাব পরিস্রুত পানীয় জলের। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস বা বাম বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলেও গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ ভুগছেন পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে। সরকার আসে সরকার যায় কিন্তু প্রতিশ্রুতি আর পূরণ হয় না। দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ লেবুখালী, তিন নম্বর লেবুখালী ও স্বরূপকাটি সহ একাধিক গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা দেখা যায় না। এমনকি যে সমস্ত কল এলাকায় রয়েছে সেই কলগুলি থেকে উঠছে নোনা জল। কলের নোনা জল খেয়ে প্রায়শই আন্ত্রিকের মতো পেটের সমস্যার দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি ঘা, পাঁজরা বা চুলকানির মতো চর্মরোগ তো লেগেই থাকে। এমনটাই জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ কয়েক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে তারপরে তাদেরকে পানীয় জল নিয়ে আসতে হয়। আবার কখনো পানীয় জল কিনেও খেতে হচ্ছে। কখনো ১৫ টাকা কখনো কুড়ি টাকা বা কখনো ৩০ টাকা দিয়ে সেই পানীয় জল তারা বাড়িতে নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকায় সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সরকারি যে সমস্ত কল গুলি এলাকায় বসানো হয়েছিল সেগুলি একেবারে ভগ্নপ্রায় দশা। বেশিরভাগ নলকূপ থেকে জল ওঠে না। সামনে গ্রীষ্মকাল তাই নতুন করে আবার ভোগান্তির আশঙ্কায় ভুগছে সুন্দরবন এলাকার মানুষ। বিষয়টি নিয়ে দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বিধান মুন্ডা বলেন আমরা সরকারি প্রকল্প থেকে গ্রামগুলিতে নতুন করে টিউবওয়েল বসানোর কাজ খুব দ্রুতই শুরু করবো। এই বিষয়ে বিরোধী দলে যুবনেতা পলাশ সরকার বলেন দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কেন সুন্দরবনের মানুষজন এখনো পানীয় জল পেলেন না। এই সরকার দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। মানুষ তার জবাব আগামী দিনের ভোটের সময় দেবে। বিষয়টি নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজী বলেন গ্রামবাসীরা যে দাবি করছে তার সাথে আমি কিছুটা হলেও সহমত। এমনিতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার হয়ে অনেক প্রকল্পের কাজই আটকে রয়েছে। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে হিঙ্গলগঞ্জের কোনায় কোনায় আমরা ভ্যানে ট্যাংকি বসিয়ে জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। যে সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে সেগুলি দ্রুত সমাধান করে সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে।

কুলি চৌরাস্তায় যানজটে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ছে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: যানজটে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্স রোগী নিয়ে বর্ধমান দিকে যাচ্ছিল। যানজটের কারণে আটকে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি অটো, ভ্যান, গাড়ি। তার মধ্যেই এসে দাঁড়াচ্ছে বাস। যাত্রী তোলার জন্য সেগুলিও ধীর গতিতে এগোচ্ছে। রাস্তার পাশে ফুটপাতে নানা রকমের পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা। তারপরে বাদশাহী সড়ক সংরক্ষণের কাজ চলছে বাদশাহী সড়ক দুই সাইডে ড্রেন নির্মাণ কাজ চলছে। কুলি চৌরাস্তা বাজার এলাকার বাদশাহী সড়ক এই পরিস্থিতির জন্যই যানজট হচ্ছে। এলাকাবাসীরা জানান, পরিস্থিতি মারাত্মক হয় মঙ্গলবার নয় টার সময় ওই রাস্তায় যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। রোগী নিয়ে বর্ধমান যেতে সমস্যা হয়। যানজটে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্স। বাদশাহী সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে তার জন্য এই যানজট সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানাই স্থানীয় বাসিন্দারা। অ্যাম্বুলেন্স চালক আমিরুল হোসেন বলেন আমি রোগী আনতে যাচ্ছি কুমরাই গ্রামে যানজট এর মধ্যে আটকে গেছি রোগীর পরিজনরা বারবার ফোন করছে। রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে তার জন্য এই যানজট।

অপর অ্যাম্বুলেন্স চালক বলেন আমি রোগী নিয়ে বর্ধমান যাচ্ছি অনেকক্ষণ হলো রোগী নিয়ে আমি যানজটের মধ্যে আটকে গেছি। রোগীর আত্মীয় তিনি বলেন আমাদের রোগী খুব মারাত্মক আমরা বর্ধমান নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু রাস্তায় কাজের জন্যই আমরা আটকে গেছি এতে রোগীর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে রোগীর। তবে সাধারণ মানুষ ও পুলিশ সহতায় কিছুক্ষনের মধ্যে বাদশাহী সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

খুনের ঘটনায় দোষীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় দোষীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। অন্যদিকে, ছেলের খুনের ঘটনায় যুক্ত দোষীদের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হওয়ায় খুশি মৃতের পরিবারের লোকেরা।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী জানান, ‘গতকালকে ৬ জন আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক। আজ সাজা ঘোষণা করলেন। ৬ জন আসামিকে আইপিসি ৩০২ ও ৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। অনাদায়ে আরো পাঁচ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।’ উল্লেখ্য, মৃত ওই ব্যক্তিটির নাম রামপ্রসাদ হালদার। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ছিন্নমস্তা এলাকায়। তিনি তৃণমূল কর্মী বলেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। খুনের ঘটনাটি ঘটে ২০১৪ সালের ১১ জানুয়ারি। সেদিন নিজের বাড়িতেই ছিলেন রামপ্রসাদ হালদার। রাতে তার মোবাইলে একটি ফোন আসার পরই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরের দিন বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত মাহিনগর এলাকা থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই ১২ জানুয়ারি ২০১৪ সালে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর বাবা অমল হালদার। পরিবারের লোকেদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরবর্তীতে এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাত জনকে আটক করে পুলিশ। যদিও পথ দুর্ঘটনায় পরবর্তীতে একজন অভিযুক্ত মারা যান। সেই ঘটনায় ছয় জনের বিচার চলছিল বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে। গত সোমবার সেই মামলায় অভিযুক্ত ছয় জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন আদালত। মঙ্গলবার সেই মামলায় দোষীদের সাজা ঘোষণা করলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের এডিজে থার্ড কোর্ট এর বিচারক মনজ প্রসাদ।

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের শহীদ স্মরণ দিবস পালন, হাজির বিশিষ্টজনরা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ১৯৭০ সালের ১৭ই মার্চ বর্ধমানের তেলমারুই পাড়ায় ঘটে যাওয়া সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের স্মরণে সোমবার পালিত হলো শহীদ স্মরণ দিবস। এই দিনটি প্রতি বছর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পালন করা হয়। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পরেশ সরকার, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার, উজ্জ্বল পরামানিক, দেবু টুডু, আশরাফ ভাই বাবু, হাজী মোহাম্মদ তৌফিক হাজীদা সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলর এবং সাধারণ মানুষ। স্মরণ সভায় বক্তারা সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের নির্মম ঘটনার কথা তুলে ধরেন এবং শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। ১৯৭০ সালের সেই ভয়াবহ দিনে সাঁইপরিবারের দুই ভাই মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁই এবং তাদের গৃহশিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ রায়কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল সিপিএমের বিরুদ্ধে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, “সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। আমরা শহীদদের স্মরণে শপথ নিই, গণতন্ত্র এবং মানবিকতার পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাব।”

এই স্মরণ সভায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শহীদদের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় রাখতে এবং নতুন প্রজন্মকে সত্য ঘটনাগুলি জানাতে এই ধরনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ বলে মতপ্রকাশ করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। বছরের পর বছর ধরে শহীদ স্মরণ দিবস পালনের মাধ্যমে সাঁইবাড়ির শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে চলেছে পূর্ব বর্ধমানের মানুষ।

সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, জখম ১

মাফরুজা মোল্লা ● গোসাবা

আপনজন: সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের ‘শম্ভুনগর বালাহারানী সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিঃ’ রয়েছে।দীর্ঘকাল পর সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ মার্চ। সেই নির্বাচন কে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠির সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলে স্বপন চক্রবর্তী নামে এক তৃণমূল কর্মী সমর্থক। বর্তমানে জখম ওই তৃণমূল কর্মী গোসাবা ব্লক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রের খবর,গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল। তাঁর অনুগামী পরিতোষ হালদার।স্বপন চক্রবর্তী ছিলেন পরিতোষের অনুগামী।সমবায় সমিতির নির্বাচন উপলক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যায় পরিতোষ অনুগামীদের সাথে ঘোরাঘুরি করছিলেন ওই তৃণমূল কর্মী সমর্থক।অভিযোগ সমিতি সংলগ্ন উদয়ন সংঘ ক্লাবে কাছে আচমকা ওই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিকের অনুগামী লোকজন।বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় স্বপন চক্রবর্তী। অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা জখম কর্মী কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিক জানিয়েছে, ‘সমিতির নির্বাচন উপলক্ষে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে টাকার প্রলোভন দিচ্ছে পরিতোষ হালদারের লোকজন।তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা তা মেনে নেন নি।তাছাড়া কাকে কত টাকার প্রলোভন দেওয়া হবে সেই নিয়ে পরিতোষ হালদারের লোকজনের মধ্যে বচসা ও মারামারি হয়।ঘটনায় একজন জখম হয়েছে বলে শুনেছি।তৃণমূল কংগ্রেস এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত নয়।নিজেরা মারামারি করে তৃণমূল কংগ্রেস কে বদনাম করার জন্য দোষারোপ করছে।’

অন্যদিকে পরিতোষ অনুগামীদের দাবী, ‘এলাকার উপপ্রধান চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিক এর অনুগামীরা এলাকায় জঙ্গলরাজ চালাচ্ছে সমিতি দখলের জন্য। যারফলে অত্যাচার চালাচ্ছে।ঘটনায় আমাদের একজন কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়।’

তাই সমবায় নির্বাচন নিয়ে তপ্ত গোসাবা ব্লক।

নাবাবিয়া মিশনে দাওয়াতে ইফতার

আপনজন: হুগলির খানাকুলের মাইনানে অবস্থিত রাজ্যের অন্যতম সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাবাবিয়া মিশনে এক মনোজ্ঞ ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়। তাতে শামিল হন বিশিষ্টজনরা সহ মিশনের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষক-কর্মী, অভিভাবকরাও। মিশন সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার জানান, বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী কাজী মিরাজ সাহেব, পীরনগর শরীফের পীরজাদা এনায়েতুল্লাহ হোসাইনি, বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ মুহাম্মদ ইসমাইল, সৈয়দ আলি রেজা প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নবগ্রামে গুলি কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রামে অপহরণ ও গুলি কাণ্ডের ঘটনায় মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত ব্যক্তিকে মালদা থেকে উদ্ধার করে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল নবগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশের এই দ্রুত অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ থানার ইচ্ছাগঞ্জের বাসিন্দা গাড়ি ব্যবসায়ী ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও ফিন্যান্স কর্মী দীপ্তেশ মণ্ডল মালদার কালিয়াচক সুজাপুরের আবু হানিফের কাছ থেকে গাড়ি বিক্রির নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েও গাড়ি দিচ্ছিলেন না বলে অভিযোগ ওঠে। এরই মধ্যে ওই গাড়ি ব্যবসায়ী অনলাইনে একটি বুলেট বাইক বিক্রির বিজ্ঞাপন দেন। সেই বিজ্ঞাপন দেখে ফাঁদ পাতে আবু হানিফ।

সোমবার, তার এক পরিচিত ব্যক্তিকে দিয়ে বাইক বুকিং করিয়ে মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে এসে টাকা পরিশোধের পর বাইক বুঝে নেয় তারা। এরপর বিক্রেতারা গাড়ি ডেলিভারি দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী নবগ্রামের নারায়ণপুর অঞ্চলের ছোট বাথান খোল্লা এলাকায় ইন্দ্রজিৎ ঘোষের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি চারচাকা গাড়ি। এতে তিনি ছিটকে পড়লে দীপ্তেশ মণ্ডল তাকে বাঁচাতে যান। তখনই তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ দীপ্তেশ কোনোভাবে পালাতে সক্ষম হলেও ইন্দ্রজিৎকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায় অপহরণকারীরা। ঘটনার পরই নবগ্রাম থানার পুলিশ দ্রুত তদন্তে নামে। মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে মালদার কালিয়াচক থেকে অপহৃত ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে উদ্ধার করা হয় এবং মূল অভিযুক্ত আবু হানিফকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দোল পূর্ণিমায় মেতে উঠল কাষ্ঠগড়া গ্রাম

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: ফাল্গুন পূর্ণিমায় হওয়া দোলের আনন্দ এখনও মেটেনি। তার মধ্যেই এসে গেল পঞ্চম দোল। প্রতিবছর দোলযাত্রার পর পঞ্চমীতে আয়োজিত হয় পঞ্চম দোল।এদিনের দোল উৎসবে প্রতিবছরের মত শুরু হয়েছে গ্রাম্য যাত্রা পালা অনুষ্ঠান এছাড়াও কাষ্ঠগড়া স্পোর্টস এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জাহাঙ্গীর খানের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ নেতাজি হাইস্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

দাওয়াতে ইফতার

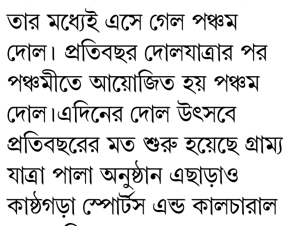

আপনজন: রবিবার পার্কসার্কাসের মিল্লি আল আমিন কলেজ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল পবিত্র কুরআন-এ কারিম কনফারেন্স ও ইফতার মাহফিল। আয়োজক কাদেরী টাইমস ও আলোর দিশা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। এদিন পত্রিকার রমজান সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইরান থেকে আগত ড. তাহা কাবীরি, অধ্যাপক ড. সৈয়দ মুস্তাফা মুর্শেদ জামাল শাহ্ আল কাদেরী, পীরজাদা সৈয়দ মামুন মুর্শেদ আল কাদেরী, পীরজাদা সৈয়দ তফিমুল ইসলাম, সৈয়দ আতিফ আলী, মৌলানা সাব্বির মিসবাহি ডা. তারশিদ আলী জাহাঙ্গীর, ডা. তানভীর আহমেদ প্রমুখ।

আর্থিক সঙ্কটে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, বাড়ছে টিকিটের দাম

আপনজন ডেস্ক: দলের অবস্থা ভালো নেই মোটেই। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খেলতে পারছেনা চ্যাম্পিয়নস লীগেও। অনেকদিন ধরে প্রিয় দলের ব্যর্থতায় হতাশ ভক্ত-সমর্থকেরাও। এরই মধ্যে আরেকটি হতাশার খবর জানালো ইংলিশ জায়ান্টরা। আগামী মৌসুম থেকে ক্লাবটির টিকিটের মূল্য বেড়ে যাবে ৫ শতাংশ। ক্লাব কতৃপক্ষের থেকে জানানো হয়, আর্থিক সঙ্কটের কারণে না চাইতেও এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

২০২৫-২৬ মৌসুম থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ছেলেদের ম্যাচগুলিতে টিকিট দাম বাড়বে আড়াই পাউন্ড করে, যা কি না বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪০০ টাকা। অনূর্ধ্ব-১৬ বছর বয়সীদের জন্য অবশ্য একই থাকছে টিকিটের দাম। তবে বাদ দেয়া হয়েছে প্রাপ্তবয়স্কদের টিকিটের নানা ক্যাটাগরিতে থাকা মূল্যছাড়। এছাড়াও আয়বৃদ্ধির জন্য ডাগআউটের কাছের গ্যালারির আসনকে রূপান্তরিত করা হয়েছে হসপিটালিটি টিকিটে।

মূলত আর্থিক সঙ্কটের জন্যই সমর্থকদের চাওয়ার বাইরে গিয়ে টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে ক্লাব কতৃপক্ষ। এ ব্যাপারে রেড ডেভিলদের প্রধান নির্বাহী ওমার বেরাদা বলেন, ‘টানা ১১ মৌসুম টিকিটের দাম একই রাখার গত দুই মৌসুমে আমরা পাঁচ শতাংশ হারে বাড়িয়েছি। এবং ক্লাবের ক্রমবর্ধমান পরিচলন খরচ পুষিয়ে নেয়ার জন্য আগামী মৌসুমেও এটি করতে চাই।’ তিনি যোগ করেন, ‘আমরা জানি যে, যেকোনো মূল্যবৃদ্ধিই অনাকাঙ্ক্ষিত। বিশেষ করে এমন একটি সময়ে যখন মাঠের পারফর্মেন্সে প্রত্যাশার ছাপ পড়ছে না। মূল্য স্থির রাখার পক্ষে সমর্থক পরামর্শক বোর্ডের কঠোর যুক্তিও আমরা সতর্ক থেকে বিবেচনা করেছি। কিন্তু মনে হয়েছে যে, ক্লাব যেখানে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং খরচ বাড়ছে, সেখানে টিকিটের দাম অপরিবর্তিত রাখাটা ঠিক হবে না।’

বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের পয়েন্ট তালিকায় ১৩তে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ২৯ ম্যাচ খেলে তার মধ্যে ১২ টিতেই হেরেছে রেড ডেভিলরা। ৭টি ড্র ও জয় ১০ ম্যাচে। চলতি মাসের শুরুতেই ক্লাবের স্বত্বাধিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করে সমর্থকগোষ্ঠী। গত জানুয়ারিতে ক্লাব কতৃপক্ষের কাছে টিকিটের মূল্য না বাড়াতে অনুরোধ করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সাপোর্টার্স ট্রাস্ট। শেষমেষ মূল্যবৃদ্ধির পর সেখান থেকে বলা হচ্ছে যেমনটা শঙ্কা করা হয়েছিল, তার থেকে মূল্যবৃদ্ধির হার কম। তবুও হতাশা তো থেকেই যায়। সমর্থকগোষ্ঠী হতে বলা হয়, ‘কয়েক মাস ধরে আমরা দীর্ঘ ও শক্ত যুক্তি দেখিয়ে আসছি যে, ক্লাবের উচিত বৃহত্তর ছবিটি দেখা এবং পরের মৌসুমের জন্য টিকিটের মূল্য স্থির রাখা। অন্য ক্লাবগুলো ইতিমধ্যেই এটি করছে এবং যে কঠিন অবস্থায় তারা নিজেদের দেখতে পাচ্ছে, ইউনাইটেডের উচিত ছিল এখান থেকে ক্লাবকে উদ্ধার করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার শক্তিশালী কোনো বার্তা দেয়া।’

আগামী মৌসুম থেকে টিকিটের দাম বেড়ে যাচ্ছে নিউক্যাসেল ইউনাইটেড ও আর্সেনালেরও। ইউনাইটেডের মতো ম্যাগপাইদেরও টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে ৫ শতাংশ। অন্যদিকে গানারদের টিকিটের দাম বাড়বে ৩ থেকে ৫ শতাংশ।

আইপিএলের প্রথম আদিবাসী ক্রিকেটার ‘ঝাড়খন্ডের ক্রিস গেইল’

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গত বছর রাঁচিতে টেস্ট খেলতে গিয়েছিল ভারত ক্রিকেট দল। রাঁচির বিশ্রা মুন্ডা বিমানবন্দরে ভারতীয় দল অবতরণের পর শুবমান গিলের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেন ফ্রান্সিস মিঞ্জ। তিনি এই বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষী। গিল তখন গুজরাট টাইটানসের অধিনায়ক। আর ফ্রান্সিসের ছেলে রবিন মিঞ্জ ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আইপিএলের মিনি নিলামে প্রথমবারের মতো দল পান। ৩ কোটি ৬০ লাখ রুপিতে রবিনকে সেবার কিনেছিল গিলের দল গুজরাট। বিমানবন্দরে বাবা কেন গুজরাট অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেটা এতক্ষণে পরিস্কার। কিন্তু ফ্রান্সিসের স্বপ্ন শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। ফ্রান্সিস স্বপ্ন দেখেন, এই বিমানবন্দরে প্রতিদিন যেভাবে হাজারো লোকের যাতায়াত, তাঁর ছেলেও একদিন ভারত জাতীয় দলের হয়ে বিমানে এভাবে যাতায়াত করবে; কিন্তু সেই স্বপ্ন তো আর চাইলেই পূরণ হওয়ার নয়। কিছু ধাপ আছে এমন স্বপ্নপূরণের। তার মধ্যে একটি ধাপ যেমন আইপিএলে ভালো করা। গত বছর আইপিএলেই রবিনের সেই ‘পরীক্ষা’ দেওয়ার প্রস্তুতি ছিল। কাল হয়ে দাঁড়ায় বাইক দুর্ঘটনা। যে কারণে গতবার আর আইপিএলে খেলা হয়নি। তাঁর জায়গায় বিআর শরথকে দলভুক্ত করে গুজরাট। তবে রবিনের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে এবার। মেগা নিলামে ৬৫ লাখ রুপিতে রবিনকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস দলভুক্ত করে গত বছর নভেম্বরে। ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া আইপিএলে ২২ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান এখন মুম্বাইয়ের হয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায়। রবিন ঠিক যেদিন আইপিএলের মাঠে নামবেন, সেদিন কিন্তু নতুন ইতিহাসেরও দ্বার খুলবে। আর সেই দ্বারটা খুলবেন স্বয়ং রবিন নিজেই। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম আদিবাসী ক্রিকেটার খেলবেন রবিন। ঝাড়খন্ডের রাঁচিতে জন্ম নেওয়া রবিন মহেন্দ্র সিং ধোনির বড় ভক্ত। ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও চেন্নাই সুপার কিংস কিংবদন্তিকে দেখে শৈশব থেকে নিজেকে গড়ে তুলেছেন রবিন। ধোনির মতোই বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটকিপিংয়েও দক্ষ; কিন্তু বাঁহাতি ব্যাটসম্যান হওয়ায় নিজ এলাকায় তাঁর পরিচিতি ‘রাঁচির ক্রিস গেইল’ নামে। উপমার ব্যাপ্তি বাড়তে বাড়তে কেউ কেউ তাঁকে ‘ঝাড়খন্ডের ক্রিস গেইল’ও বলেন। এ পর্যন্ত ৭টি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৮১.০৮। স্থানীয় টুর্নামেন্টগুলোয় ভালো করায় আইপিএলের স্কাউটের নজরে ছিলেন দীর্ঘদিন।

আইপিএলের গত মৌসুমেই স্বপ্নপূরণ হয়ে যেত রবিনের। কিন্তু গুজরাটের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার আগে নিজের কাওয়াসাকি বাইক নিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন। বাড়ির কাছাকাছি এসে অন্য এক বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে মারাত্মক আঘাত পাওয়ায় তাঁর গোটা মৌসুমই শেষ হয়ে যায়। হতাশ হয়েছিল পরিবারও। মুম্বাই ২০২৪ আইপিএলেও তাঁর পিছু ছুটে গুজরাটের কাছে হেরে যাওয়ার পর এবার তাঁকে পেয়েছে। ঈষান কিষানের শূন্যতা পূরণে রবিনকে তৈরি করতে চায় ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি। গত নভেম্বরে রবিন মুম্বাইয়ের দলভুক্ত হওয়ার পর তাঁর বাবা ফ্রান্সিস টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছিলেন, ‘সর্বোচ্চ (আইপিএল) পর্যায়ে রবিন আবারও সুযোগ পাওয়ায় আমরা অবিশ্বাস্যরকম খুশি...সে ২০ কিংবা ৩০ লাখ রুপিতে বিক্রি হলেও আমরা খুশি হতাম। পতনের পর আবারও ওঠাটা সব সময়ই ভালো। এতে সন্তুষ্টি বাড়ে।’

২০ বছর পর মেসি-নেইমার কেউই নেই আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল ম্যাচে

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথ এমনিতেই ঐতিহাসিক। প্রতি ম্যাচেই কোনো না কোনো রেকর্ডের পাতা ওলট-পালট হয়। এবারের দ্বৈরথটি অবশ্য মাঠে গড়ানোর আগেই ঐতিহাসিক হয়ে গেছে। সেটা দুই দলের কোচের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণার পরই। আর্জেন্টিনা দলে যেমন নেই লিওনেল মেসি, তেমনি ব্রাজিল দলে নেইমারও অনুপস্থিত। দুই দলের সেরা দুই তারকা চোটের কারণে এ ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তাতেই এই দ্বৈরথ নিয়ে ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হচ্ছে। কারণ, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে মেসি ও নেইমারের অনুপস্থিতি হামেশাই দেখা যায় না। যদি এ প্রশ্ন করা হয়, মেসি ও নেইমার–দুজনের একজনও নেই, এভাবে সর্বশেষ কবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ দেখা গেছে? তাহলে ফিরতে হবে প্রায় ২০ বছর আগে। ২০০৫ সালের ২৯ জুন, অধুনালুপ্ত ফিফা কনফেডারেশনস কাপ ফাইনাল। ফ্রাঙ্কফুর্টের সেই ফাইনালে তেভেজ-রিকেলমেদের আর্জেন্টিনাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ব্রাজিল।

এরপর প্রায় দুই দশক ধরে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে হয় মেসি, না হয় নেইমার কেউ না কেউ খেলেছেন কিংবা তাঁদের দুজনকেই মুখোমুখি হতে দেখা গেছে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির অভিষেক ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট হাঙ্গেরির বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। পরের বছর ২ সেপ্টেম্বর ব্রাজিলের বিপক্ষে মূল জাতীয় দলের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলেন মেসি। এমিরেটস স্টেডিয়ামে সে ম্যাচেও আলফ বাসিলের আর্জেন্টিনা হেরেছিল ৩-০ গোলে। ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমারের অভিষেক ২০১০ সালের ১০ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। মাঝে দুই মাস পর ১৭ নভেম্বর প্রীতি ম্যাচে প্রথম আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হন নেইমার। ম্যাচটি ১-০ গোলে হেরেছিল ব্রাজিল। আর্জেন্টিনা দলে অভিষেকের পর এ পর্যন্ত ১৬ বার ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়ে ৮ জয়, ২ হার ও ৬ ম্যাচে হেরেছেন মেসি। তবে ব্রাজিলের বিপক্ষে এ সময়ে ছয়টি ম্যাচে মেসি খেলতেও পারেননি। এ ছয় ম্যাচে আবার নেইমার ছিলেন ব্রাজিল দলে। মেসির না খেলা ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি ছিল প্রীতি ম্যাচ। এর মধ্যে একটি করে জয় ও ড্র এবং তিন ম্যাচে হেরেছে আর্জেন্টিনা। আর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচটি ছিল বিশ্বকাপের বাছাই যেখানে ১-১ গোলে ড্র করেছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এ পর্যন্ত ১১ ম্যাচ খেলে ৫ জয়, ২ ড্র ও ৪ ম্যাচে হেরেছেন নেইমার। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মধ্যে যে পাঁচ ম্যাচে অনুপস্থিত ছিলেন নেইমার, সেগুলোয় আবার খেলেছেন মেসি। নেইমারের না খেলা ৫ ম্যাচে ব্রাজিল ভালো করতে পারেনি। এক জয়ের বিপরীতে দুটি করে ড্র ও হার। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে চলতি মাসে দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। আগামী শনিবার বাংলাদেশ সময় ভোরে মন্টেভিডিওতে স্বাগতিক উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে লিওনেল স্কালোনির দল। এরপর ২৬ মার্চ বুয়েনস এইরেসে তাদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল। এ দুটি ম্যাচের জন্য গত ২ মার্চ ঘোষিত স্কালোনির প্রাথমিক দলে ছিলেন মেসি, কিন্তু চোটের কারণে গতকাল কোচ স্কালোনির ঘোষণা করা চূড়ান্ত দলে জায়গা হয়নি মেসির।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ২১ মার্চ বাংলাদেশ সময় ভোরে ব্রাসিলিয়ায় স্বাগতিক ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। এরপর আর্জেন্টিনা ম্যাচের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এ দুটি ম্যাচের জন্য নেইমারকে শুরুতে স্কোয়াডে রাখা হলেও ব্রাজিলের কোচ দরিভাল জুনিয়র গত শুক্রবার জানান, সান্তোসের হয়ে চোট পাওয়ায় নেইমারকে দলে রাখা যাচ্ছে না। খেলার মতো ফিটনেস তিনি ফিরে পাননি।

দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইয়ে ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উরুগুয়ে। ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট পাওয়া ব্রাজিল পয়েন্ট তালিকার পাঁচে। শীর্ষ ছয় দল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে সরাসরি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাবে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে প্লে-অফ।

Tender Notice

Notice Inviting Tender

Undersigned has invite e-Tenders for 12 nos scheme under 15" CFC (Tide-4 & Untied-8).

Details are available at www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Balti Nityanandakati GP,
Swarupnagar Block,
North 24 Parganas

সিনেমার পর ওয়ার্নারের চোখ এবার রাজনীতিতে

আপনজন ডেস্ক: অভিনয়ে নাম লিখিয়েছেন। আসছে ২৮ মার্চেই মুক্তি পাবে ডেভিড ওয়ার্নার অভিনীত ভারতীয় সিনেমা। এরই মধ্যে আবার রাজনীতিতে নামার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই ওপেনার। গত বছরের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেছেন ওয়ার্নার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট এখনো খেলছেন ওয়ার্নার। ক্যারিয়ারের এমন পরিস্থিতিতে ভিন্ন এক ক্যারিয়ারের প্রসঙ্গ তুলেছেন এই কিংবদন্তি। কাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ওয়ার্নার লিখেছেন, ‘আমার মনে হয় আমার সংসদ সদস্য হওয়া উচিত। এ নিয়ে আপনাদের কী ভাবনা?’

ওয়ার্নারের এমন পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ভক্ত আবার জানতে চেয়েছেন—ভারত না অস্ট্রেলিয়ার, কোন দেশের সংসদের কথা বলেছেন ওয়ার্নার।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে দীর্ঘদিন আইপিএল খেলার কারণে ভারতে ওয়ার্নারের সমর্থক অনেক বেশি। তাঁদের অনেকেই ওয়ার্নারকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুসরণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ মজা করে ওয়ার্নারের কাছে এমন প্রশ্ন করেছেন। আবার অনেক সমর্থক গুরুত্বের সঙ্গেই দেখেছেন ওয়ার্নারের ভাবনাকে। এই যেমন স্টিভ অ্যান্ডারসন নামের একজন বলেছেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে? যদিও এখন আরও বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, তবে আপনি কি জানেন কী কী প্রয়োজন? আপনার একজন ম্যানেজার, স্বেচ্ছাসেবক এবং অর্থের প্রয়োজন হবে। সৌভাগ্যবশত, আপনার একটা পরিচিতি আছে। আপনি যদি প্রধান দলগুলোর একটিতে যোগ না দেন, তবে সিনেটের কথা ভাবতে পারেন। ভোটের পদ্ধতি আলাদা বলে একটু সহজ হতে পারে সেটি। আপনি কী ভাবছেন?’

এ মন্তব্যটি শেয়ার করে ওয়ার্নার জানিয়েছেন তাঁর ভাবনা, ‘আপনার বিশ্লেষণ ভালো লেগেছে। তবে, সবাই আসলে কী চায় এবং কী প্রয়োজন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কম আয়কর, মানুষের হাতে বেশি টাকা, জিএসটি (পণ্য ও সেবার কর) বাড়ানো—এগুলোর মধ্যে কোনটা সমাধান হতে পারে, নিশ্চিত নই। তবে আমাদের আগে নিজেদের দেশকে সুরক্ষা দিতে হবে!!! অস্ট্রেলিয়ান পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’

এখন দেখা যাক ওয়ার্নার রাজনীতিতে যোগ দেন কি না! এর আগে অস্ট্রেলিয়ার রাগবি লিগের কিংবদন্তি গ্লেনলাজারাসও ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর সাবেক রেইডার্স সতীর্থ ম্যাল মেনিঙ্গার অভিজ্ঞতা অবশ্য খুবই বাজে। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর প্রথম রেডিও সাক্ষাৎকারেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ফিট থাকতে বিশেষ যে খাবার খাচ্ছেন রোনাল্ডো

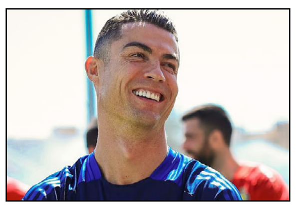

আপনজন ডেস্ক: বয়স ৪০ পেরিয়ে গেছে। এই বয়সে বেশির ভাগ ফুটবলার বুটজোড়া তুলে রেখে অবসর নিয়ে চলে যান অবকাশে। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো তো ব্যতিক্রম। বয়সের ছাপ পড়তে না দিয়ে ম্যাচের পর ম্যাচে তিনি গোল করেই চলেছেন। মাঠের রোনাল্ডোকে দেখলে বোঝাই যায় না বয়স বলে কোনো কিছু আসলেই বাধা তৈরি করতে পারে! অথচ রোনাল্ডোর চেয়ে বয়সে ছোট হয়েও ফিটনেস নিয়ে সংগ্রাম করতে হচ্ছে নেইমার ও লিওনেল মেসির মতো তারকাকে।

ফিটনেসের দিক থেকে ‘বুড়ো’ রোনাল্ডোর ধারেকাছেও নেই এ দুজন। প্রশ্ন হচ্ছে, রোনাল্ডোর এমন ফিটনেসের রহস্য কী? পর্তুগিজ মহাতারকার অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচেতনতা, খাবার নিয়ে নিয়ে সতর্কতা এবং জিমে সময় কাটানোর গল্প তো বেশ প্রচলিত। কিন্তু এবার জানা গেল বিশেষ একটি বিশেষ খাবারের কথাও, যে খাবার নাকি বছরের পর বছর ধরে রোনাল্ডোকে তাঁর ফিটনেস ঠিক রাখতেও দারুণ সহায়তা করছে। রোনাল্ডোকে ফিট থাকতে যে খাবারটি সাহায্য করছে সেটির নাম বাকালহাউ আ ব্রাস। পর্তুগিজ এই খাবারটি শুধু স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য রোনাল্ডো খান এমন না, এটি নাকি তাঁর প্রিয় খাবারও বটে।

মূলত রোনাল্ডোর মায়ের রেসিপিতে তৈরি করা হয় এই খাবারটি। যেটি বানানো হয় লবণাক্ত কড মাছ, পেঁয়াজ, আলু ও ডিম দিয়ে। এই খাবার বানাতে নাকি খুব বেশি সময়ও লাগে না।

এ খাবারটি রোনাল্ডোর এতটাই প্রিয় যে লিসবনে তাঁর মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টেও এটি নিয়ে এসেছেন। মূলত রোনাল্ডোর মায়ের রেসিপি অনুসরণ করেই তৈরি করা হয় খাবারটি। এই খাবারটি নিয়ে রোনাল্ডো বলেছেন, ‘এটা আমাকে আমার শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাকে শক্তিশালী রাখে।’

তবে ধারণা করা হয় বাকালহাউ আ ব্রাস ছাড়াও রোনাল্ডো নিয়মিত সাধারণত উচ্চ আমিষযুক্ত সম্পন্ন খাবার খেয়ে থাকেন। তবে চিনি ও মদ তিনি এড়িয়ে চলেন এবং পানীয় হিসেবে অধিক আস্থা রাখেন পানিতেই।

সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরের হয়ে বর্তমান পূর্ণ ফিট রোনাল্ডো আছেন দারুণ ছন্দে। ক্লাবটির হয়ে এ মৌসুমে ৩৩ ম্যাচে তিনি করেছেন ২৮ গোল।

আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ খেলতে রোনাল্ডো সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন জাতীয় দল পর্তুগালে। জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর এক বার্তায় ঘরে ফিরে ভালো লাগার কথাও বলেছেন তিনি। আগামী ২০ মার্চ রাতে শেষ আটে প্রথম লেগে ডেনমার্কের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। তিন দিন পর দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে ঘরের মাঠে ডেনমার্ককে আতিথ্য দেবে রোনাল্ডোর পর্তুগাল।

এক মিনিট নীরবতা পালনের পর ক্লাব জানতে পারল খেলোয়াড়টি মারা যাননি

আপনজন ডেস্ক: এমন কিছু কি আদৌ সম্ভব! অবশ্য পৃথিবীতে তো প্রতিনিয়তই বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে চলেছে। তেমনই এক ঘটনার জন্ম দিয়েছে বুলগেরিয়ার শীর্ষ স্তরের ক্লাব আরদা কারজালি। গত রোববার ক্লাবের সাবেক খেলোয়াড় পেতকো গানচেভের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর তারা জানতে পারে, সেই খেলোয়াড়টি মারাই যাননি। পরে অবশ্য এ ঘটনায় ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশও করেছে ক্লাবটি।রোববার কারজালির ম্যাচ ছিল লেভস্কি সোফিয়ার বিপক্ষে। সেই ম্যাচ শুরুর আগে দুই দল মাঝমাঠে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে সম্মান জানায় মৃত্যুবরণ করা আরদার সাবেক খেলোয়াড় গানচেভকে। এ সময় এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হয়। শোক প্রকাশ শেষে খেলাও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে গানচেভ জানান, ক্লাব কর্তৃপক্ষ ভুল সংবাদ পেয়েছে, তিনি এখনো জীবিত। যোগাযোগের চরম উৎকর্ষের যুগে এত বড় ভুল কীভাবে সম্ভব, সে প্রশ্ন অবশ্য কেউ চাইলে তুলতেই পারেন। এরপর অবশ্য এক বিবৃতিতে ক্ষমা চেয়েছে কারজালি কর্তৃপক্ষ। তারা লিখেছে, ‘আরদার ম্যানেজমেন্ট দলের সাবেক খেলোয়াড় পেতকো গানচেভ এবং তার আত্মীয়স্বজনের কাছে গভীরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। ক্লাব তার মৃত্যুর বিষয়ে ভুল তথ্য পেয়েছিল। আমরা পেতকো গানচেভের আরও অনেক বছর সুস্বাস্থ্য এবং তিনি যেন আরদার সাফল্য উপভোগ করতে পারেন, সেই কামনা করছি।’ আরদার এই বিব্রতকর ভুলের দিন লেভস্কির বিপক্ষে ম্যাচটা তারা ড্র করেছে ১-১ গোলে।

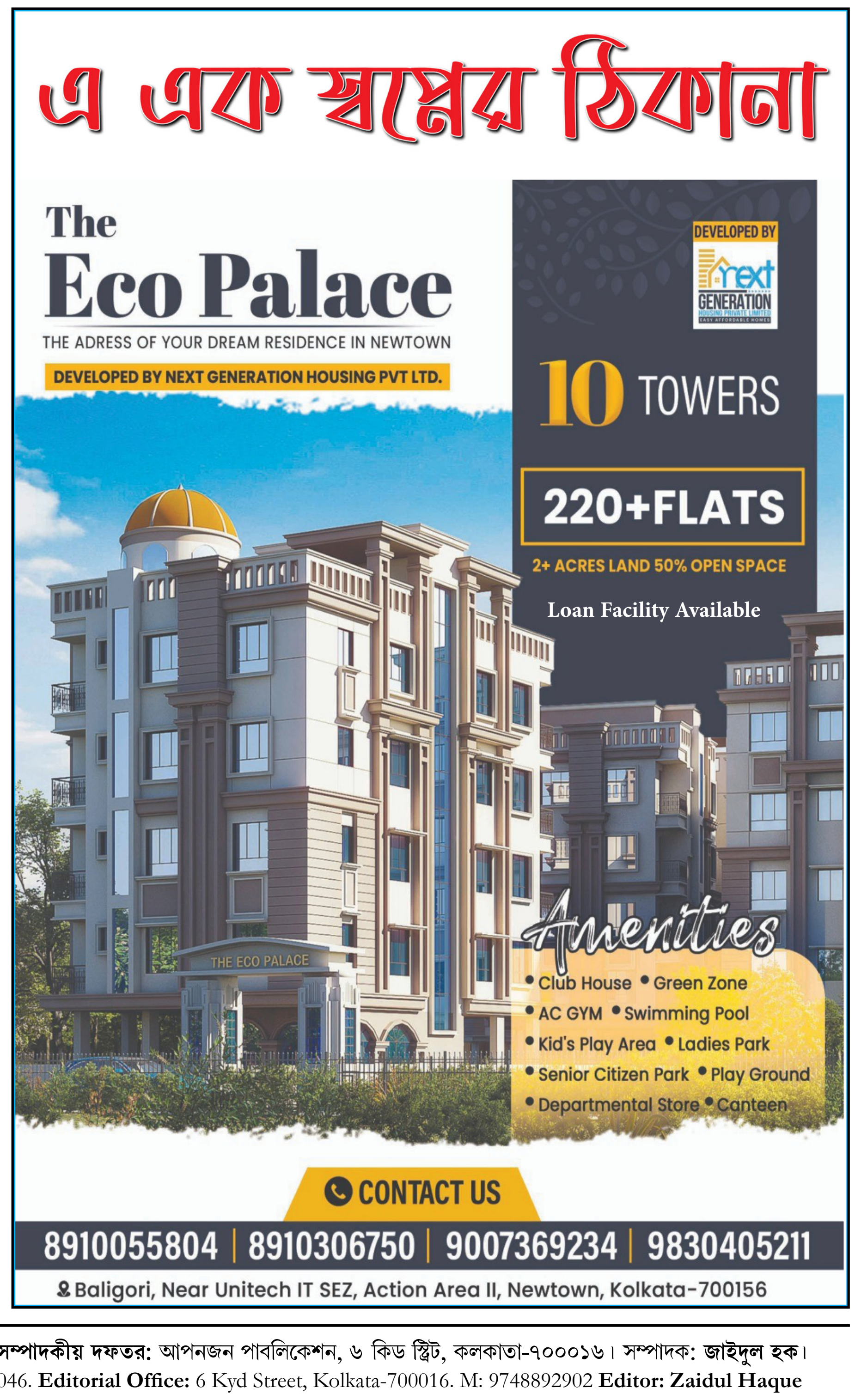

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**